জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শোক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম ভারতীয় নাট্যগুরু রতন থিয়াম। তাঁর মৃত্যুতে শোক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মৃত্যুর খবর জানান শিক্ষামন্ত্রী

উইফারে দুর্যোগ

চিন এবং ভিয়েতনামের ভয়াবহ ঝড় উইফারের কারণেই উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্ত। বৃহস্পতি ও শুক্রবার নিম্নচাপের জেরে ভাসবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ

এনআরএস হস্টেলে জিডিএফের ডাক্তারদের ডিজে বাজিয়ে পার্টি

বিরোধী চাপে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা হবে সংসদে

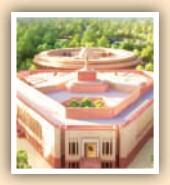

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬১ ● ২৪ জুলাই, ২০২৫ ● ৭ শ্রাবণ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 61 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 24 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ফুটবলে শট মেরে ডুরান্ড টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার আরও টিম খেলুক এই টুর্নামেন্টে

প্রতিবেদন : বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের কিক-অফ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলে দু'বার কিক মেরে বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ক্রীড়াপ্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস-সহ সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ কর্তারা। বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডুরান্ড কাপ বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম টুর্নামেন্ট। বাংলা থেকে এবার চারটি দল খেলছে। তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। আশা করি, আগামী দিনে বাংলা থেকে আরও দল খেলবে। বাকি দলগুলিকেও আমার শুভেচ্ছা। বাংলার মানুষ সবসময় ফুটবল খেলাকে ভালবাসে। আমরা নিজেদের খেলা নিয়ে গর্বিত। এই টুর্নামেন্ট আমি সেনাবাহিনীকে উৎসর্গ করছি।

উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেডের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই বলে শট মেরে ডুরান্ডের সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাঠের ধারে বসেই উপভোগ করেন তিনি। এবার ছৌ নৃত্যশিল্পীরা পারফর্ম করেন। বাংলার বাউল শিল্পীরাও ছিলেন অনুষ্ঠানে। সেনাবাহিনীর গোর্খা, শিখ-সহ বিভিন্ন রেজিমেন্টের সদস্যরা পারফর্ম করেন। টুর্নামেন্ট কিক-অফের সময় সেনার হেলিকপ্টারবাহিনীর পাইলটরা যুবভারতীর উপর 'এয়ার শো' করেন।

কিক-অফ করে ডুরান্ড কাপের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। বুধবার যুবভারতীতে। —দেবস্মিত মুখোপাধ্যায়।

বিজেপি রাজ্যে ধৃত জঙ্গি ■ ভুয়ো দূতাবাসও

সংসদ থেকে বাংলা চক্রান্তে সরব তৃণমূল

প্রতিবেদন : বিজেপির রাজ্যে রাজ্যে বাংলাভাষীদের বেছে বেছে হেনস্থা করা হচ্ছে। তীব্র বাংলাবিদ্বেষ আর ভাষাসন্ত্রাস চলছে দেশ জুড়ে। পরিকল্পিত চক্রান্তের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বাংলা। একদিকে সংসদে অন্যদিকে ভিন রাজ্যে হেনস্থা নিয়ে কড়া মনোভাব তৃণমূলের। সংসদের ওয়েলে নেমে তৃণমূলের নেতৃত্বে বাংলায় স্লোগান ওঠে, বাংলা-বাঙালির অপমান মানছি না, মানব না। রাজ্যসভায় ২৬৭ ধারায় এই ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে নোটিশ দেয় তৃণমূল। কিন্তু আলোচনা হওয়া মানেই মুখ পুড়বে বিজেপির। তাই সরাসরি তা খারিজ করে দিয়েছে। আসলে ডিভাই অ্যান্ড রুল-এর খেলা খেলতে গিয়ে বিজেপি পড়েছে প্রবল প্যাঁচে। তৃণমূলের নেতৃত্বে রাজ্যে রাজ্যে অস্মিতা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়েছে। আর তাতেই বিজেপি শেষের শুরু দেখতে শুরু করে দিয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। ২৭ জুলাই বীরভূম থেকে সেই আন্দোলনের সূচনা করবেন তিনি। তবে প্রতিবাদ শুধু দলগত অবস্থানেই থমকে থাকছে না। রাজ্য সরকারের তরফেও বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে। সেই প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবেই বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে ভাষাসন্ত্রাস ও বাংলাবিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠে বুধবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলা বলা কি দোষের? আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিরা রয়েছেন। অন্য রাজ্য থেকে যেমন অনেকে এ-রাজ্যে কাজে এসেছেন, ঠিক তেমনি স্কিলড বাঙালিদেরও কেউ অন্য রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ অন্য রাজ্যে বাঙালিদের ওপর দমনপীড়ন চলছে। আমাদের নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু স্পষ্ট বলেছেন, যে অমানবিকভাবে (এরপর ১০ পাতায়)

সংসদ চত্বরে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের প্রতিবাদ।

গণ-আন্দোলন

রাজ্য জুড়ে প্রস্তুতি শুরু তৃণমূলের

প্রতিবেদন : ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের। ব্লক, জেলা স্তরে এই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ জুলাই যাচ্ছেন বীরভূমে। ২৯ জুলাই বোলপুরে ভাষা আন্দোলনের প্রথম মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এবার থেকে যেখানেই যাবেন সেখানেই বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মহামিছিল করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মহামিছিলের ঘোষণার পরেই রাঙামাটির তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ছাড়াও আমজনতাও প্রবল উৎসাহিত। বাঙালি, বাংলা এবং বাংলা ভাষার অস্মিতা রক্ষার মধ্যে কোনও রাজনীতি দেখছেন না মানুষ। তাই বোলপুরের ভাষামিছিল যে জনপ্লাবনে পরিণত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বীরভূমের নলহাটি-২ নম্বর ব্লকের শুক্রাবাদের শ্রমিকদের ওড়িশার বিজেপি সরকার আটকে রেখে (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জীবন প্রদীপ

জীবন প্রদীপ নিভে গেলে
চারিদিকে হইহই
কান্না, চোখে চাওয়াচাওয়ি
কিছু চোখের জল
দুঃখ-ঘৃণা, বিদ্বেষ
মনের মধ্যে রাগ
দীপ নিভে গেল
সব শান্তি। এ যে শ্মশানের শান্তি
যাও ঘুমিয়ে পড়
সব ঘুমিয়ে যাবে।

তোমাকে আর কেউ ডাকবে না।
তোমার পরিজন
খাবারের থালা নিয়ে বসে থাকবে না
তোমার বিছানা তো তোমার সাথে
তোমার শরীরের ধুলো
হয়েছে তোমার সাজসজ্জা
দ্যাখো কোনও সাজের
প্রলাপ নেই
একটু চন্দন, একটা ধূপ
এত অল্পেই
তোমার ঘুম চিরতরে।

তুমি আর জাগবে না।

বেকারত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচার ফাঁস অমিতের

India - % Unemployed in 2023-24

CMIE (Independent Body)	PLFS (Govt. of India)
8.05	4.9

প্রতিবেদন : কর্মসংস্থানের নাম-গন্ধও নেই। 'প্রচারমন্ত্রী' শুধু ঢাকঢোল পিটিয়ে বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার যে ঘোষণা করেছিলেন, তা বাস্তব রূপ দেখেনি আজও। কেন্দ্রের মোদি সরকারের আমলে দেশে বেকারত্বের হার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। প্রতিশ্রুতি গত এক দশকে বারবার সামনে এসেছে দেশের বেকারত্বের বেহাল চিত্র। এখন আবার সেই বেকারত্ব নিয়ে মিথ্যাচার শুরু করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র বিজেপির সেই মিথ্যাচার ফাঁস করে দিলেন তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, মোদি সরকারের বেকারত্ব-সংক্রান্ত সমীক্ষা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে ভারতে বেকারত্বের হার ৪ শতাংশের কাছাকাছি। কিন্তু বিশ্বের ৭০ শতাংশ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষা বলছে, ভারত সরকারের বেকারত্ব সংক্রান্ত তথ্য কেবল ভুলই নয়, তা কৌশলে দেশে বেকারত্বের প্রাবল্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 July, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮০ উত্তমকুমারের (১৯২৬-১৯৮০) প্রয়াণদিবস। আজও বাংলার মানুষ মহানায়ক বলতে তাঁকেই বোঝে। আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। চাকরি করতেন পোর্ট কমিশনের অফিসে। প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান'। তবে সাড়া ফেলে দেন পঞ্চাশের গোড়ায়, 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে। সে-ছবিতে নায়িকা সুচিত্রা সেন। এর পর থেকে উত্তম-সুচিত্রার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা বাংলা ছবির সাফল্যের স্বর্ণযুগ রচনা করেছিল। কিন্তু প্রয়াণের পর তাঁর মরদেহে সম্মান প্রদর্শনে কোনওরকম আগ্রহ দেখায়নি তদানীন্তন রাজ্য সরকার।

১৭৮৩ সাইমন বলিভার (১৭৮৩-১৮৩০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আমেরিকার এই বীরযোদ্ধা তথা রাজনীতিবিদ স্পেনের কবল থেকে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা আর ইকুয়েডর-কে মুক্ত করেন। গড়ে তোলেন এক স্বাধীন ফেডারেশন। ভেনেজুয়েলার কারাকাসে এক ধনী পরিবারে জন্ম বলিভারের।

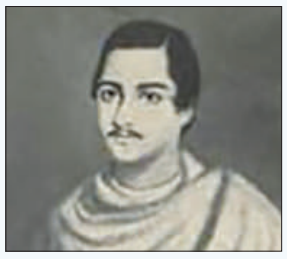

১৮৭০ কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দুই অমর অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহাভারতের বাংলা অনুবাদ এবং হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

২০২০ অমলাশঙ্কর (১৯১৯-২০২০) এদিন প্রয়াত হন। নৃত্যশিল্পী। উদয় শঙ্করের স্ত্রী, আনন্দশঙ্কর ও মমতাশঙ্করের মা এবং রবিশঙ্করের ভ্রাতৃজায়া।

১৯০৮ দোরান্দো পিয়েত্রি এদিন অলিম্পিকের প্রথম ম্যারাথনে জিতেও জিততে পারেননি। ইতালির এই দৌড়বিদ দৌড়াতে শুরু করেছিলেন উইন্ডসর ক্যাসেল থেকে। শেষ ল্যাপে যখন হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে ঢোকেন, তখন তিনি ক্লান্ত, ধ্বস্ত। কারণ, ইংল্যান্ডের গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি ইতালির এই অ্যাথলিট। ভুল করে অন্য ট্র্যাকে চলে যাচ্ছিলেন। আম্পায়াররা ফিরিয়ে আনেন। এর পর চারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। প্রতিবারই আম্পায়ারদের সহায়তায় দৌড়ে ফেরেন। শেষ ৩৫০ মিটার দৌড়াতে সময় নেন মাত্র দশ মিনিট। তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন মার্কিন প্রতিযোগীরা। তার জেরে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকান জনি হায়েসকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। সেদিন স্টেডিয়ামে 'ডেইলি মেল'-এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শার্লক হোমসের স্রষ্টা আরথার কোনান ডয়েল। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লেখেন, বিচারকদের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, এই ইতালীয়র দুর্দান্ত পারফরম্যান্সকে কেউ কোনওদিন খেলাধুলোর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

২০০৩ শমিত ভঞ্জ (১৯৪৪-২০০৩) এদিন ক্যানসার রোগের কারণে প্রয়াত হন। অভিনেতা। তিনি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ প্রমুখ চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন।

১৯৩০ ইলা ঘোষ মজুমদার (১৯৩০-২০১৯) এদিন জন্ম নেন। প্রথম ভারতীয় বাঙালি মহিলা প্রকৌশলী এবং পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের প্রথম মহিলা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম ছাত্রী ছিলেন তিনি।

১৮২৪ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) জন্মগ্রহণ করেন। একজন সাংবাদিক এবং সমাজসেবক। তিনি তাঁর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মাধ্যমে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা সবার কাছে তুলে ধরেন।

পাটির কর্মসূচি

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে চালু ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স পরিদর্শনে শেওড়াফুলি পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষ, উপপ্রধান শান্তনুকুমার দত্ত-সহ পুর প্রতিনিধিরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫২

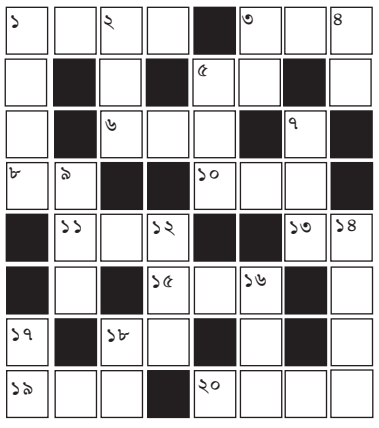

পাশাপাশি : ১. মন্ত্রিত্ব ৩. নৌকার দাঁড় ৫. অভিমুখী হওয়া, ঘোরা ৬. ক্ষেপণ ৮. রোজ, প্রত্যহ ১০. খাপরা ১১. গৃহস্থালির শোভা ১৩. সুতা ১৫. দৈবজ্ঞ, গনতকার ১৮. হাত ১৯. নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ছবি ২০. শক্তিদাতা।

উপর-নিচ : ১. প্ররোচনা ২. অভাব, বিহীনতা ৩. করাত ৪. নারায়ণের স্ত্রী ৫. দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ৭. মোটা, মোটাসোটা ৯. শ্রেষ্ঠ ১২. পক্ষীর পানীয়শালা ১৪. মানসিক যন্ত্রণা ১৬. সমন্বিত, যুক্ত ১৭. ছন্দের লাফঝাঁপ ১৮. পর্যায়, পালা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫১ : পাশাপাশি : ২. ব্যাহার ৪. অর্যমা ৬. তোলো ৭. পরিমণ্ডল ৮. কলন ১০. আরব ১২. জলকল্লোল ১৩. সন্ধ্যা ১৪. গাদন ১৬. ইরণ। **উপর-নিচ:** ১. ধার্য ২. ব্যাধিমন্দির ৩. রসুল ৪. অলোক ৫. মাপন ৯. লঘূকরণ ১০. আলগা ১১. বসন ১২. জবাই ১৫. দয়া।

২৩ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৬৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.২৪	৮৬.১১
ইউরো	১০২.৬৮	১০১.০৪
পাউন্ড	১১৮.৩২	১১৬.৬০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইশা সাহা

■ গৌরব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেট্রোর ভিতরে দাঁড়িয়ে দরজায় অদ্ভুত দাগ কাটার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল সেই ছবি। গত জুন মাসের ঘটনা। অবশেষে অভিযোগ দায়ের করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ

আমার শহর

24 July, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৪ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

নাট্যগুরু রতন থিয়ামের প্রয়াণে শোক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : শেষ হল একটা অধ্যায়ের। নাট্যজগৎ হারাল এক অমূল্য রত্নকে। বুধবার ৭৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন পদ্মভূষণ নাট্যব্যক্তিত্ব রতন থিয়াম। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নাট্যব্যক্তিত্বের মৃত্যুর কথা জানান বিখ্যাত নাট্যকার ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, মণিপুরি থিয়েটারের আইকন এবং বিশ্ব মানচিত্রে মণিপুরি থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করার একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি রতন থিয়ামের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তাঁর ঐতিহ্য এবং গবেষণার অনন্য মিশ্রণ ভারতীয় শিল্পকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। ব্রাত্য বসু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, একজন প্রাক্তন চিত্রশিল্পী এবং নির্দেশনা, নকশা, চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীতে দক্ষ রতন থিয়ামকে প্রায়শই সমসাময়িক ভারতীয় নাট্যগুরুদের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাঁর নাট্যকর্মসমুদয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরত কর্তৃক প্রবর্তিত ভারতীয় নাট্যশৈলী, নাট্যশাস্ত্র, প্রাচীন গ্রিক নাটক এবং জাপানের নোহ থিয়েটার দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত। অথচ এই প্রতিটি রূপকর্ম আধুনিকতার বাস্তবতার বেদিতে শিকড়সমেত প্রোথিত। ঐতিহ্যবাহী মণিপুরি মেতেই অভিনয় শিল্পের বেশ কয়েকজন প্রধান প্রবক্তাদের তত্ত্বাবধানে বছরের পর বছর ধরে অধ্যয়নের মাধ্যমে থিয়েটারের প্রতি তাঁর এক আশ্চর্য অব্যর্থ রসসন্ধানী নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। থিয়াম তাঁর থিয়েটারে ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট, থাং-তা ব্যবহারের জন্যও প্রবলভাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে শুরু হওয়া ভারতীয় নাট্যক্ষেত্রে 'থিয়েটার অফ রুটস' আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন থিয়াম। ১৯৮৭ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ও ১৯৮৯ সালে তিনি পদ্মভূষণ সম্মান পান।

বালগঙ্গাধর তিলককে শ্রদ্ধা

■ বালগঙ্গাধর তিলকের ১৬৯তম জন্মবার্ষিকীতে বিধানসভায় তাঁর ছবিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদীয়, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বুধবার।

ডিএমদের বৈঠকে রূপরেখা চূড়ান্ত করলেন মুখ্যসচিব

দুয়ারে সরকার ও আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান চলবে একসঙ্গে

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী প্রকল্প—'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' এবং 'দুয়ারে সরকার' এবার একসঙ্গে চলবে রাজ্য জুড়ে। বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সব জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে এই দুই কর্মসূচির রূপায়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন। বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাশাসকরাই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানান, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মতো বুথভিত্তিক সভার পাশেই এবার বসানো হবে 'দুয়ারে সরকার'-এর শিবির। সাধারণত এই কর্মসূচিতে রাজ্য জুড়ে ১ লক্ষেরও বেশি শিবির বসানো হত। এবার শিবির কমিয়ে বুথসংলগ্ন এলাকাগুলিকে কেন্দ্র করেই দুটি কর্মসূচি পাশাপাশি চালানো হবে। যেখানে তিনটি বুথ নিয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর সভা বসবে, সেখানেই থাকছে 'দুয়ারে সরকার'-এর পরিষেবা শিবির।

এই নতুন রূপরেখা অনুযায়ী, প্রতি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' সভায় থাকবেন জেলাস্তরের আধিকারিক, বিডিও, স্থানীয় প্রশাসন এবং এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। তিনটি বুথ এলাকার বাসিন্দাদের ডেকে এনে স্থানীয় সমস্যার সরাসরি শুনানি ও তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা হবে। আলো, জল, রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো, সরকারি পরিষেবা বঞ্চনা—সবকিছু নিয়েই আলোচনা হবে ওই সভায়। পাশাপাশি যদি কোনও পরিবার সরকারি পরিষেবার আওতায় না এসে থাকে, তাদেরও তালিকা তৈরি করে দ্রুত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুখ্যসচিব বলেন, "এই কর্মসূচিগুলির লক্ষ্য একটাই— জনগণের দরজায় পৌঁছে তাঁদের সমস্যা শোনা এবং দ্রুত সমাধান করা।" আগামী দু'মাস এই সমন্বিত কর্মসূচি চলবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে। প্রশাসনের আশা, এর ফলে সরকারি পরিষেবার গতি যেমন বাড়বে, তেমনই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাও হবে আরও ইতিবাচক।

উইফারের কারণে ঘূর্ণাবর্ত দুর্যোগ বাংলায়

প্রতিবেদন : উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এবার এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরির কারণ জানা গেল। চিন এবং ভিয়েতনামের ভয়াবহ ঝড় উইফারের কারণেই উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। যার প্রভাব সরাসরি পড়বে বাংলায়। বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে যাবে এর তাণ্ডব। বুধবার থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও সকাল থেকে অস্বস্তিকর গরম দক্ষিণের একাধিক জেলায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে বৃহস্পতি ও শুক্রবার নিম্নচাপের জেরে ভাসবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সব জেলাতে। দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হলে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকে নিম্নচাপের প্রভাবে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি জেলাতে। অতি-ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে।

ওড়িশা সরকারের মিথ্যাচার হলফনামা তলব হাইকোর্টের

বিজেপি-রাজ্যে শ্রমিক আটক

প্রতিবেদন : ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিক-আটক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে চরম মিথ্যাচার বিজেপির ওড়িশা সরকারের। বুধবার এই মামলার শুনানিতে ওড়িশার অ্যাডভোকেট জেনারেল পীতাম্বর আচার্য জানান, বাংলার কোনও শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব যাচাই করতে সন্দেহবশে শ্রমিকদের আটক করা হয়েছে বৈদেশিক আইনের অধীনে। তিনি আরও বলেন, বাঙালিরা আমাদের ভাই, প্রতিবেশী। আমরা কোনও বিদ্বেষ পোষণ করি না। ওড়িশায় বহু বাঙালি থাকেন। এমনকী, ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বাংলার। তবে, এই মৌখিক ব্যাখায় সন্তুষ্ট নয় আদালত। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে ওড়িশা সরকারকে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৮ আগস্ট। উল্লেখ্য, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের শ্রমিকদের কিছুদিন ওড়িশায় আটক করা হয়। ওই শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলে, আদালত গত শুনানিতে জানতে চেয়েছিল, কীসের ভিত্তিতে শ্রমিকদের আটক করা হয়েছে? কোনও এফআইআর হয়েছে কি? বর্তমানে তাঁরা কোথায় রয়েছেন? তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? এইসব প্রশ্নের উত্তর-সহ বিস্তারিত হলফনামা চেয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের তরফে ওড়িশার মুখ্যসচিবকে চিঠি লেখেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। টানাপড়েনের মধ্যে কিছু শ্রমিক ফিরে এলেও, এখনও নিশ্চিত নয়, সবাই ফিরেছেন কি না।

স্কুলে সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের টিকা

সংবাদদাতা, পান্ডুয়া: বর্তমানে মহিলাদের মধ্যে যে রোগটি প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে তা হল জরায়ুমুখের ক্যানসার বা সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার। কিন্তু ছোটখাট কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে এই মারণ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এবার এই মারণরোগ মোকাবিলায় উদ্যোগী হল হুগলির পান্ডুয়ার রাধারানি উচ্চ বিদ্যালয়। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী স্কুলের সকল ছাত্রীকে স্কুলের পক্ষ থেকে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধমূলক টিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে। ভবিষ্যতে কথা চিন্তা করেই সুরক্ষার জন্য আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে রাজ্যের এই স্কুল। যেখানে ২৬০০ টাকা দামের এই টিকা বিনামূল্যে দেবে একটি বেসরকারি সংস্থা। টিকার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চিকিৎসক, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও চারশোর বেশি অভিভাবকদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চিকিৎসক প্রকাশ কুমার গিরি জানান, সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। অন্য ক্যান্সারের মত নয়। এই একমাত্র ক্যানসার যা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি টিকাদানের মাধ্যমে। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে এই টিকা দেওয়া হয়। টিকার কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

মোদিকে তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বছর-বছর বিদেশে গিয়ে মঞ্চ আলো করে হাততালি কুড়ান স্বঘোষিত 'বিশ্বগুরু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই বিদেশের মাটিতেই বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতে হয় ভারতীয়দের! জোটে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য, ব্যাপক মারধর। এবার অস্ট্রেলিয়ায় বর্ণবিদ্বেষে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হল ভারতীয় ছাত্রকে। গত শনিবার ১৯ জুলাই রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাডিলেডে কিন্টর অ্যাভিনিউতে চরণপ্রীত সিং (২৩) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ি পার্ক করে নামতেই ৫

বিদেশে আক্রান্ত ভারতীয় পড়ুয়া

যুবক তাঁর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় চরণপ্রীতকে। গুরুতর জখম হয়ে বর্তমানে ওই ভারতীয় যুবক ভর্তি হাসপাতালে। বিদেশের মাটিতে ফের ভারতীয়দের উপর বর্ণবিদ্বেষী হামলার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের বক্তব্য, আমাদের প্রচারমন্ত্রী নিজেকে বিশ্বগুরু বলেন। তাহলে কেন বিদেশের মাটিতে মার খেতে হয় আমাদের দেশের ছাত্রকে? নিজে কুড়োবেন হাততালি, আর মার খাবে সাধারণ জনতা? ছিঃ!

ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চরণপ্রীতের উপর হামলার ভিডিও ভাইরাল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্টর অ্যাভিনিউয়েতে হামলাকারীরা অন্য একটি গাড়ি থেকে চরণপ্রীত ও তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্য করতে থাকে। গাড়ি থেকে নামার পরই চরণপ্রীতের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। মুখে এবং মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান ওই ভারতীয় যুবক। মারধরের জেরে ঘটনাস্থলেই তিনি সংজ্ঞা হারান। হামলার সময়ের গোটা ঘটনার ভিডিও তুলে রাখেন চরণপ্রীতের স্ত্রী। হামলাকারীরা যখন পালাচ্ছিল তখন তাদের ধাওয়া করে তাদের গাড়ির ছবিও তুলে রাখেন তিনি। চরণপ্রীত জানিয়েছেন, গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসার সময় তাঁকে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে এলোপাথাড়ি হামলা করতে থাকে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীরা পলাতক। খোঁজ চলছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 July, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্দাফাঁস

মিথ্যাচার, মিথ্যাচার এবং মিথ্যাচার। পরিসংখ্যানগত চালাকি করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি প্রচারমন্ত্রী কার্যত ফেঁসে গেলেন। বিজেপি সরকারের আমলে বেকারত্ব বাড়ছে লাফিয়ে। বারবার পরিসংখ্যান দেখিয়েছে দেশকে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র বেকারত্ব-সংক্রান্ত সমীক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে বারাবর বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে। একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ভারতে বেকারত্বের হার চার শতাংশের কাছাকাছি। যদিও অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষায় বলছে, তথ্য ভুল। বিজেপি সরকারি অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমকেও দেখিয়েছে কর্মসংস্থান হিসেবে। এমনকী সপ্তাহে একঘণ্টা কাজে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকেও দেখানো হয়েছে কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। এর ফলে বেকার তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বেকারত্বও কমিয়ে দেখানো হয়েছে। বাস্তব অন্য কথা বলছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্র দেখিয়েছে ৪.৯% বেকারত্ব। অন্যদিকে সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি জানিয়েছে বেকারত্বের পরিমাণ ৮.০৫%। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। বেকারত্বের সীমা ৪০ মিলিয়ন অতিক্রম করেছে, যা স্পেনের জনসংখ্যার কাছাকাছি। অমিত মিত্র আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, দেশের ৮৩ শতাংশ যুব সমাজ বেকার। এটা সবচেয়ে নেতিবাচক দিক। এটা উন্নতি নয়, অবনতির চিত্রই বহন করছে। কেন্দ্রের রিপোর্টেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে, ১১ বছরে মোদি সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২২ কোটি চাকরি দেওয়ার কথা ছিল। অথচ ২২ লাখ চাকরিও দেওয়া হয়নি। বিজেপিকে মিথ্যাচার করতে হচ্ছে সত্য ঢেকে রাখার জন্য।

e-mail থেকে চিঠি

কী হাল নরেন্দ্র মোদির প্রকল্পের

প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিম (পিএমআইএস)। ঘটা করে ঘোষণা হয়েছিল ২০২৪-২৫ সালের সাধারণ বাজেটে। লক্ষ্য, পাঁচ বছরে দেশের শীর্ষ ৫০০ সংস্থায় এক কোটি তরুণ-তরুণীর জন্য হাতে কলমে কাজ শেখার ব্যবস্থা। সঙ্গে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদির সাধের এই প্রকল্পের হাল কেমন? মাসিক পাঁচ হাজার টাকায় এক বছরের এই ইন্টার্নশিপ কোর্সে আদৌ আগ্রহ দেখাচ্ছে অল্পবয়সিরা? কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে লোকসভায় পেশ করা তথ্যে সামনে এসেছে করুণ চিত্র। জানা যাচ্ছে, গত অক্টোবর মাসে শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রকল্পে আবেদনকারীদের মধ্যে ইন্টার্নশিপের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন মাত্র ৩১ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন করে আবেদনকারী সরকার ও সহযাগী সংস্থাগুলির কাছ থেকে আসা ইন্টার্নশিপ অফারে আগ্রহ দেখিয়ে তা গ্রহণ করেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট ১.৫৩ লক্ষ ইন্টার্নশিপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৫০,৭২৬ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লোকসভায় লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, প্রথম রাউন্ডে সহযোগী সংস্থাগুলি থেকে ৬০ হাজারের বেশি প্রার্থীর জন্য ৮২ হাজারের বেশি ইন্টার্নশিপ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র ২৮ হাজার প্রার্থী সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ইন্টার্নশিপে যোগ দিয়েছেন মাত্র ৮ হাজার ৭০০ জনের কিছু বেশি প্রার্থী। দ্বিতীয় রাউন্ডে গত ১৫ জুলাই পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৭১ হাজারের বেশি ইন্টার্নশিপ অফার এসেছে। তার মধ্যে গৃহীত প্রস্তাবের সংখ্যা ২২,৫৮৪। এই ইস্যুতেই কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা জানিয়েছেন, ওই প্রকল্পে বর্তমানে ইন্টার্নশিপ করছেন ৯ হাজার ৪৫৩ জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, ইন্টার্নশিপ প্রস্তাবে মাত্র ৩৪ শতাংশ গ্রহণ করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে ইন্টার্নশিপে যোগ দিয়েছেন আবেদনকারীদের মাত্র ৩১ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ মনে করছেন, মাসে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় এই ইন্টার্নশিপ প্রকল্পে আগ্রহ দেখাতে চাইছেন না অল্প বয়সিরা। এরই মধ্যে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের একটি রিপোর্ট ঘিরে প্রশ্নের মুখে পড়েছে মোদি সরকারের কর্মসংস্থানের দাবি। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেন্দ্র বেকারত্বের যে হিসেব দিচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ। বোঝাই যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির সরকার কতটা দিশাহারা, আর তার বিশ্বাসযোগ্যতাই বা কতটা!

—অনির্বাণ ধর, নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

'২৫-এর একুশে জুলাই যে বার্তা দিল

আমরা কখনও বাংলা ভাষা-বিরোধী, বাঙালি জাতি-বিরোধী বিজেপির সামনে মাথা নত করব না। আমাদের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হবে অ-গণতান্ত্রিক এবং জনবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। আমাদের মহারণ থামবে না, যতক্ষণ না বাংলার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে। লিখছেন **ফারুক আহমেদ**

আমরা জানি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ। তাঁরা জানেন বৈচিত্র্যময় ভারত হল নানা ভাষার ও নানা জাতের মানুষের মিলন ক্ষেত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ হল ভারত। মিশ্র সংস্কৃতি আমাদের অর্জিত বৈভব, তা আমরা কখনওই নষ্ট হতে দেব না। ২১ জুলাই ২০২৫ শহিদ স্মরণে ধর্মতলায় ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '২১শে মানেই অঙ্গীকার ২১শে মানেই ভাষা, ২১শে মানেই পথচলা, নব প্রজন্মের দিশা।'

আমরা কখনও বাংলা ভাষা-বিরোধী, বাঙালি জাতি-বিরোধী বিজেপির সামনে মাথা নত করব না। আমাদের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হবে অ-গণতান্ত্রিক এবং জনবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। আমাদের মহারণ থামবে না, যতক্ষণ না বাংলার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে। আমরা সকল ভাষার সম্মান এবং শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষার প্রতি অসম্মান এবং বাংলাভাষী মানুষের উপর যে নিপীড়ন চলছে, তা আমরা মেনে নেব না। বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে; ভাষা আন্দোলন শুরু হবে সমগ্র বাংলা জুড়ে। আমরা ওইসব স্বৈরশাসক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব; যারা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে পবিত্র ধর্মকে বিকৃত করে। বাংলার প্রতি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়নের সাক্ষী থেকেছে বাংলার মানুষ, তা এবার গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার সময় এসেছে। শান্তি ও ঐক্যের মেলবন্ধনে আবদ্ধ এই বাংলা যেভাবে আগেও অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করেছে, আমার বিশ্বাস ছাব্বিশের নির্বাচনে বাংলার মানুষ বাংলা-বিরোধীদের বিতাড়িত করবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই বাংলা থেকে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'একুশে জুলাই শহিদ তর্পণের দিন, একুশে জুলাই নব উদ্যমে শপথ গ্রহণের দিন।'

নয়া নাগরিকত্ব আইন, সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে উদার সহিষ্ণু ভারতের কোটি কোটি মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে, সংবিধানকে সামনে রেখে সভা-সমাবেশে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বিভেদকামী সরকারের পতন সুনিশ্চিত করতে জনতার এই একতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতানেত্রীদের অনেক স্বপ্ন ছিল ৪০০ পার করার তা দেশের সচেতন মানুষ রুখে দিয়েছেন।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ বলেছিলেন, হিন্দু আর মুসলমান দুটি পৃথক জাতি, তাই দুটি আলাদা দেশ হওয়া দরকার। হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকারও একই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ভারতের সংবিধান প্রণেতারা জিন্নাহ্ বা সাভারকারের পথ নেননি। তাঁরা ভারতবাসীকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর সেই সংবিধানকে অস্বীকার করে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে বাবাসাহেব আম্বেদকর পর্যন্ত সবার সেক্যুলার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্যা-এর নামে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের সরকার। সংখ্যার জোরে নয়া নাগরিকত্ব আইন সিএএ পাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু বিভাজনের রাজনীতির ঘৃণ্য পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিজেপি সরকার কতটা সফল হবে তা কিন্তু সময় বলবে। কারণ, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে রক্ষা করতে দেশবাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চিটিংবাজ ব্যবসায়ীরা দেশের লক্ষ লক্ষ

কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পালিয়েছে। আর তাদেরকে ধরে আনতে বিজেপির সরকার চরমভাবে ব্যর্থ । কালো টাকা ফেরত আনতে পারেনি নরেন্দ্র মোদির সরকার। সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি এই প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারেননি।

নোটবন্দি থেকে জিএসটির মতো অবিমৃশ্যকারী পদক্ষেপে সারা দেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংসের শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদির ভ্রুক্ষেপ নেই, কোনও বক্তব্য নেই। ধর্মের বড়ি খাইয়ে গোটা দেশকে আজ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তিনি।

দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চরমভাবে ব্যর্থ নরেন্দ্র মোদি সরকার । বিগত ৫০ বছরের পরিসংখ্যানে বেকারত্ব সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষ দিন দিন দিশেহারা বোধ করছেন।

অন্যদিকে সংখ্যাগুরু সমাজের একটি অংশ, যারা আজও উটপাখির মতো মরুবালিতে মুখ গুঁজে উপেক্ষিত অংশের জাগরণকে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত, তাদের বোধোদয় হবে এমন প্রত্যাশা করা যায়। ভারতের ঐতিহ্যের, পরম্পরার এবং সংহতির ঘোর বিরোধী গেরুয়া শাসনের অবসান ঘটাতে এগিয়ে এসেছেন সচেতন পশ্চিমবাংলার নাগরিকগণ। সীমাহীন রাজকীয় ক্ষমতানির্ভর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, ঘাড়ে-গর্দানে এক-হয়ে-যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের রাজাবাবুরা এতদিন যে সংখ্যালঘু ও দলিত সম্প্রদায়ের উপস্থিতিকেই স্বীকার করত না, আজ তারাই বেমক্কা নির্লজ্জভাবে ছুটে গিয়েছেন প্রান্তিকের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইতে।

ইতিহাস বলে, বিজেপির মূল চালিকাশক্তি আরএসএস ও তার তৎকালীন দোসর হিন্দু মহাসভা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। বরং ইংরেজদের পক্ষেই ছিল তারা। শুধু তাই নয়, দেশভাগের মূলে প্রকৃতপক্ষে ওই দুই সংগঠনের নেতাদের ভূমিকাই ছিল আসল। অথচ, সেই আরএসএস-জাত বিজেপির অধুনা নেতারা দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে কী না করছেন!

এই ব্যর্থতা থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে ধর্মকে হাতিয়ার করছেন গেরুয়া নেতারা। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীকে বিভক্ত করে নিজেদের আসন নির্বিঘ্ন রাখতে মরিয়া তাঁরা। সেই পরিকল্পনার আরও একটি অংশ হল বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেওয়া। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের স্বপ্নে বিভোর তাঁরা। ওই স্বপ্ন সফল করতে তারা হাত বাড়িয়েছিল বাংলার দিকে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দখল নিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। বাংলার মানুষের রায়ে বিজেপি বড় চোট পেয়েছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার সুনিশ্চিত হয়েছে বিজেপির ৬টা জেতা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় এসেছে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় দেড়শো কোটি ভারতীয়ের অনন্যতা রক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। দেশের মানুষের কল্যাণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এটাই আশার আলো।

গণতন্ত্র ও সংবিধান আজ বহু বিভেদকামী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচাতে দেশের সাধারণ নাগরিকদের আরও সচেতন হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, বিভেদকামী শক্তির অবসান সুনিশ্চিত করতে একটাও ভোট দেবেন না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টকারী দলকে। দেশ বাঁচাতে এগিয়ে আসছে সাধারণ মানুষ।

আমাদের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর তোলার অশুভ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা ব্যর্থ করতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নইলে যতই আমরা মুখে সম্প্রীতির বার্তা শোনাই না কেন, সব আয়োজন গঙ্গার ভাঙনের মতো তলিয়ে যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মোবাইল চুরির অপরাধে ভাইপোকে খুন কাকার। ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া এলাকার ঘটনা। দু'মাস পরে অভিযুক্ত আলমগিরকে (২৬) গ্রেফতার করে ক্যানিং থানা। পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

'না বলে যখন তখন জল ছাড়া হচ্ছে'

ম্যানমেড বন্যা, ডিভিসিকে একহাত মন্ত্রী শোভনদেবের

প্রতিবেদন : ডিভিসির ছাড়া জলে ফি-বছর রাজ্যে ম্যান-মেড বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ফলে ভুগছে হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ডিভিসির মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়া এবং বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে বুধবার ডিভিসি-র সদর দফতরের সামনে এক প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। সেই মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে একহাত নিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী তথা ডিভিসি কামগার সঙ্ঘের সভাপতি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ডিভিসির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ১৯৯১ সাল থেকে আমি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য। অনেক মানুষ আমার কাছে আসেন, তাঁদের সমস্যার কথা বলেন। আমি সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করি। কিন্তু সমস্যা হল, একটু বৃষ্টি হলেই ডিভিসি জল ছেড়ে দিচ্ছে। যার জেরে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আগেও বলেছেন, আপনি তো ডিভিসিতে আছেন। ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে কিছু বলুন। অল্প অল্প করে যদি আগে থেকে জল ছাড়া হয় তাহলে বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয় না। মানুষ প্রস্তুতি নিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ করে ৫০ হাজার কিউসেক জল ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে জনজীবন বিপন্ন হচ্ছে। এদিনের প্রতিবাদ মঞ্চে সভাপতি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিভিসি কামগার সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক পুষ্পেণজিৎ দাস-সহ অন্যরা।

■ উল্টোডাঙায় ডিভিসির সদর দফতরের সামনে প্রতিবাদ মঞ্চে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বুধবার।

মাত্র ২টি ভুয়ো জবকার্ড বাংলায়, তবু অর্থনৈতিক অবরোধ চালাচ্ছে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : ভুয়ো জবকার্ড বাতিলের শীর্ষে বিহার, ওড়িশা, অসম। বিজেপি বা এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলিতে হাজার হাজার মনরেগা-র ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে। আর বাংলায় বাতিল হওয়া জবকার্ডের সংখ্যা মাত্র ২টি। হ্যাঁ, মাত্র দুটি! তাও বাংলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসামূলক আর্থিক অবরোধ অব্যাহত! বাংলার মনরেগা তহবিলের ৩৬,০৯৫ কোটি টাকা আটকে রেখে এই রাজ্যে প্রকল্প পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে বিজেপি সরকার। এমনকী, কলকাতা হাইকোর্ট ১ আগস্ট থেকে কাজ চালুর নির্দেশ দিলেও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক বলছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে!

কোন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে কত জবকার্ড বাতিল হয়েছে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সেই তালিকা দিয়ে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। সমাজমাধ্যমে তথ্য তুলে ধরে জানানো হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সারা দেশে ৫৮,৮২৬টি ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে। তার মধ্যে ৪২,৭৩৮টি জবকার্ড বাতিল হয়েছে এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলিতে। সবচেয়ে বেশি জবকার্ড বাতিলের শীর্ষে যে চারটি রাজ্যে, সেগুলি হল— বিহার (৮,১১১), ওড়িশা (৭,৫৬৬), অসম (৭,৩৪১), ছত্তিশগড় (৬,৮৮৮)। আরও হাজার হাজার জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশের মতো ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে। এই নিয়ে তৃণমূলের তীব্র কটাক্ষ, বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতিহিংসামূলক আর্থিক অবরোধ। রাজনৈতিকভাবে হারাতে না পেরে বাংলার সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথ দেখিয়েছেন— বাংলা কারও দয়ার উপর চলে না। বাংলা নিজের পায়ে দাঁড়ায়, নিজের মানুষকে নিজের মতো আগলে রাখে।

বরাদ্দ বন্ধ কেন্দ্রের, অর্থাভাবে ধুঁকছে কলকাতার স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট

প্রতিবেদন : শুধু বাংলা তথা বঙ্গবাসীর প্রতি বঞ্চনাই নয়, রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিও এখন মোদি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার। স্টেট ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার সদর কলকাতা থেকে সরানোর চক্রান্ত চলছে। যার বিরুদ্ধে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সামনে এল, দেশের অন্যতম প্রাচীন ও খ্যাতনামা পরিসংখ্যান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভীর সংকটে। একদিকে অর্থাভাব, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের একগুঁয়ে সিদ্ধান্ত— দুয়ের চাপে ধুঁকছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট বা আইএসআই। অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের একাংশের মতে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রতিষ্ঠিত এই শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান কার্যত প্রশাসনিক অব্যবস্থার গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে। সৌজন্যে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বাংলা বিরোধী নীতি।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান সমস্যাই এখন স্থায়ী অধ্যাপকের অভাব। বহু অধ্যাপক অবসরে যাওয়ার পরে নতুন নিয়োগ না হওয়ায় একাধিক বিভাগে পড়াশোনা ও গবেষণা কার্যত থমকে। ফান্ডের অভাবে অধ্যাপকরাও নানা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এক অধ্যাপক জানান, লাইব্রেরি এবং সংগ্রহশালা, তথা মিউজিয়ামের জরুরি সংস্কার ছাড়া ভবিষ্যতে গবেষণা চালানো কঠিন হয়ে উঠবে। নতুন অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। কম্পিউটার ডেস্কের মতো ন্যূনতম পরিকাঠামো এখন ঘাটতির মুখে। ইতিমধ্যেই বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির হার কমে গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, যৌথ গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রকাশনার কাজ, সবই এখন তলানিতে। অধ্যাপকদের মতে, এগুলি অবিলম্বে মেরামত না করলে আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন পড়ুয়ারা প্রবল সমস্যায় পড়বেন। পরিচালন পর্ষদের (এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল) ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অধ্যাপকদের দাবি, ডিরেক্টরের একতরফা সিদ্ধান্ত, দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ার জেরে সমস্যা আরও বাড়ছে।

নাবালককে কোপ, ধৃত ১

সংবাদদাতা, বারুইপুর : ভরসন্ধেয় নাবালকের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা। নাবালকের শরীরে একাধিক কোপ। দুষ্কৃতী হামলায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে ওই নাবালক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুরের ঘটনা। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। জখম নাবালকের নাম মহঃ তানভীর। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তানভীরের উপর মল্লিকপুর গনিমার কাছে দুজন আচমকা চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তানভীরকে কোপাতে থাকে। আশেপাশের লোকজন চলে এলে পালিয়ে যায় দুই হামলাকারী। স্থানীয়রা গুরুতর আহত তানভীরকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তার অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় চিকিৎসকরা কলকাতার এসএসকেএমএ তাকে স্থানান্তরিত করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে এক নাবালককে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানা। অভিযুক্ত নাবালক হওয়ার কারণে বুধবার তাকে জুভেনাইল কোর্টে পাঠায় বারুইপুর থানা।

কল্যাণময়ের জামিন

প্রতিবেদন : জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। বাঁকুড়া থানায় দায়ের হওয়া শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় জামিন পেলেন অভিযুক্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। চলতি বছরের ২৪ জুন ইডির দায়ের করা মামলাতেও জামিন পেয়েছিলেন তিনি। তবে এখনই জেলমুক্তি জেলমুক্তি ঘটছে না তাঁরা। সিবিআইয়ের দায়ের করা অন্য আরও একটি মামলায় আপাতত জেল হেফাজতেই থাকতে হবে প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময়কে।

সমাজ উন্নয়নে রাজ্যের কাজে খুশি ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা

নাজির হোসেন লস্কর

ইউনিসেফের ভারতীয় প্রতিনিধিত্বকারী সিন্থিয়া ম্যাকক্যাফ্রি মঙ্গলবার নবান্নে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত সমাজ উন্নয়নমূলক নানা জনকল্যাণ প্রকল্পের জন্য বিশ্বখ্যাত বাংলা। সাক্ষাৎপর্বে ইউনিসেফের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলার বিভিন্ন প্রকল্প ও রূপায়নের কথা আলোচনায় উঠে এসেছে। এরপর সিন্থিয়া, পশ্চিমবঙ্গের ইউনিসেফ প্রধান ডঃ মঞ্জুর হোসেন-সহ ওই প্রতিনিধি দল বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর-১ ব্লক সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন। রাজ্য সরকারের জনমুখী নানা প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন পাল, জেলার স্যানিটেশন সেলের নোডাল অফিসার অনির্বাণ বোস, বিডিও নাজিরুদ্দিন সরকার প্রমুখ।

ঘুরে দেখলেন বিষ্ণুপুরের একাধিক এলাকা

■ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখছেন প্রতিনিধি দল। রয়েছেন সিন্থিয়া ম্যাকক্যাফ্রি, ডঃ মঞ্জুর হোসেন, সৌমেন পাল, নাজিরুদ্দিন সরকার প্রমুখ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রথম নির্মিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেন। সেইসঙ্গে সমস্ত ব্লকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা এবং তার পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন আধিকারিকরা। পরবর্তী সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শিশুবান্ধব গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণ করেন। এ বিষয়ে আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সদস্য এবং কর্মচারীদের সঙ্গে হয় মত-বিনিময়। এই পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সংসদ স্তরের গঠিত শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাদের কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্যোগকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তাঁরা। সভায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সরাসরি বার্তালাপ করেন সিন্থিয়া ম্যাকক্যাফ্রি। সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শিশু বান্ধব সংঘ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে কাজ করার জন্য তাঁরা উৎসাহ প্রদান করেন স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর সদস্যদের। এরপর প্রতিনিধি দল কেওড়াডাঙ্গা-গাববেড়িয়াতে অবস্থিত আশা ভবন পরিদর্শন করেন এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাজ্য
24 July, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত ১০। বুধবার কাকদ্বীপের কামারেরহাটে ১১৭ নং জাতীয় সড়কে ট্রাকের সঙ্গে কলকাতাগামী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়

■ বুধবার তৃণমূল ভবনে আসন্ন ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পেল অফিসিয়াল পোস্টার। সেই সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র নেতারা।

স্বতন্ত্র সিইও দফতর! রাজ্য ফতোয়া মানছে না, নিচ্ছে আইনি পরামর্শও

প্রতিবেদন : আরও একটা চাতুরি! বিজেপির হতাশার আরও একটা বহিঃপ্রকাশ। আসলে এটা তোমাদের প্যানিক রিয়াকশন। নইলে স্বতন্ত্র সিইও দফতর গঠনের ফতোয়া জারি করে নির্বাচন কমিশন। একটা সময় কেন্দ্রীয় কমিশনের নজরদারিতে নির্বাচন করতে চেয়েছিল। তারপর বিজেপি গোহারা হয়েছে বাংলায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করেও তৃণমূলের বিপুল জয় আটকাতে পারেনি। এখন আবার নয়া চক্রান্তের পটভূমিকা রটনা করা হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর গঠনের নিদানে। নির্বাচন কমিশনটাই পুরো দখল করে নিতে চাইছে! কিন্তু রাজ্য সেই নির্দেশ মানছে না। এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করেছে নবান্ন। এদিকে তৃণমূল দ্ব্যর্থহীনভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, মানুষের মন দখল করে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশন দখল করেও রেজাল্ট উল্টাতে পারবে না বিজেপি।

রাজ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের পেছনে প্রশাসনিক যুক্তি যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। আলাদা দফতর হলেও তা রাজ্য সরকারের আওতার মধ্যেই থাকবে। এখনও পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে কাজ করে। বাজেট বরাদ্দ আলাদাভাবে হয়। তাহলে আলাদা দফতরের প্রয়োজন কী? এমন কোনও দৃষ্টান্ত দেশের অন্য রাজ্যে নেই। নবান্নের বক্তব্য, জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেমন স্বাধীন, তেমনই রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেও নির্দিষ্ট রীতি ও বিধান রয়েছে। কোনও সাংবিধানিক ভিত্তি ছাড়াই এই ধরনের একতরফা নির্দেশ রাজ্যের নিজস্ব প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় হস্তক্ষেপের শামিল। তাই এই নির্দেশ আদৌ সংবিধানসম্মত কিনা, তা খতিয়ে দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। সিইওর উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার ইস্যুতে সুর চড়িয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওই দফতরের কর্মীদের রাজ্য সরকার নিয়োগ করে। রাজ্য সরকারই বেতন দেয়। তাহলে রাজ্যের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না— এটা হতে পারে না।

নকল নোটেই প্রতারণার ফাঁদ

প্রতিবেদন : সন্দেশখালিতে উদ্ধার হওয়া ৯ কোটির জাল নোট উদ্ধারের তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সাইবার জালিয়াতির জাল ছড়াতেই তৈরি হয়েছিল ওই বিপুল পরিমাণ নকল টাকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়ের পর ভিডিও কলে সুটকেসে থরে থরে টাকা দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের টোপ দিতেন চক্রীরা। এইভাবেই বার্নপুরের এক প্রোমোটারকে ৩০ কোটির ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রসেসিং ফি বাবদ ২২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্তরা। পুলিশি তদন্তে জানা যাচ্ছে, সাইবার প্রতারণার ছক কষে শুধুমাত্র ভিডিও কলে সুটকেস-ভর্তি টাকা দেখানোর জন্য চক্রটি এই নকল টাকা ছাপাত। ইতিমধ্যেই এই চক্রের মাথা এক মহিলা-সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে অভিষেক তিওয়ারি নামে প্রতারণা চক্রের মূল অভিযুক্তের খোঁজে এখনও চলছে তল্লাশি।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে দিশেহারা বিরোধীরা প্যানিক রি-অ্যাকশন, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : একেবারে বুথস্তরে নেমে পাড়ায়-পাড়ায় সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা জানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও এক জনমুখী প্রকল্প 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। পাড়া, ব্লক, পঞ্চায়েতের রাস্তা-জল-নিকাশির সমস্যা সমাধানে বুথপিছু দশ লক্ষ টাকা খরচের ঘোষণায় উদ্বেলিত আমজনতা। ইতিমধ্যে ঘরে-ঘরে মুখ্যমন্ত্রীর নামে উঠছে জয়ধ্বনি। আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই মাস্টারস্ট্রোকের পরই দিশেহারা হয়ে পড়েছে বাম-বিজেপি। বিভ্রান্তিকর মন্তব্যি করতে শুরু করেছেন বিরোধী নেতারা। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাম-বিজেপি যে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করছে, তা নিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের রাজ্যা সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, এসব বিরোধীদের প্যানিক রি-অ্যাকশন। ওরা বুঝতে পারছে, যেটুকু ভোট পেত, এবার মুখ্যমন্ত্রীর নয়া প্রকল্পের ধাক্কায় সেটাও চলে যাবে। দিশেহারা বিরোধীরা তাই হতাশা ও আতঙ্ক থেকেই বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করছেন। কুণালের আরও সংযোজন, তৃণমূল সারা বছর পাড়াতে থাকে, মানুষের পাশে থাকে, কাজ করে যায়। বিরোধী আগের মতো প্রশ্ন তুলেই যাবেন, ভোট হলে তৃণমূল ফের জিতেই যাবে, আর ওনারা হেরেই যাবেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ২ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা নয়া এই প্রকল্পের আওতায় স্কুলবাড়ি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আইসিডিএস সেন্টারের মতো কেন্দ্রগুলিতেও 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে অর্থ খরচ করবে রাজ্য সরকার।

ইছামতীতে গাড়ি

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া: অনিয়ন্ত্রিত গতির জেরে বিপত্তি। যাত্রী-সহ গাড়ি পড়ল ইছামতী নদীতে। যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা গেলেও গাড়িটির খোঁজ মেলেনি। নদীতে নামানো হয়েছে ডুবুরি। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার তারা গুনিয়া ঘাট সংলগ্ন এলাকার ইছামতী নদীতে। ইছামতী নদীর ধার দিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি চারজন যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকা গাড়িটি সোজা নদীতে পড়ে যায়।

অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা শিশুদের চিকিৎসায় প্রশাসন

হাওড়া

সংবাদদাতা, হাওড়া: এবার অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সমাজ কল্যাণ দফতর। বুধবার শ্যামপুর-১ নম্বর ব্লকে একটি শিবির করে ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের শারীরিক পরীক্ষা করা হল। ওই শিবিরে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৫৪ জন এরকম শিশুকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়। এদের মধ্যে ১০ জনের দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রশাসনের তরফে কলকাতার বিসি রায় শিশু হাসপাতালে ওই ১০ জনকে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যে কদিন তারা হাসপাতালে ভর্তি থাকবে সেই কদিন তাদের মায়েদের দিন পিছু ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কী কারণে শিশুরা অপুষ্টি-আক্রান্ত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন শিশুদের অভিভাবকদের এদিন তা বুঝিয়ে বলে দেন শিবিরে উপস্থিত পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকরা। এরই সঙ্গে এদিন ওইসব কচিকাঁচাদের পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন খাবার ও ফলমূল বিতরণ করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লকেই এইভাবে শিবির করে কচিকাঁচাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁরা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা যাবে না সচেতনতা অভিযান পুরসভার

হাওড়া

সংবাদদাতা, হাওড়া : যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার বিষয়ে সচেতন করল হাওড়া পুরসভা। এই উপলক্ষে বুধবার হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরির নেতৃত্বে নিকাশি ও জঞ্জাল সাফাই বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা নবান্ন সংলগ্ন অঞ্চল সহ দক্ষিণ হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ওই সমস্ত অঞ্চলের নিকাশি নালাগুলি ঠিকঠাক সাফাই হচ্ছে কিনা, বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ ও ভ্যাট থেকে ময়লা তোলার কাজ যথাযথ হচ্ছে কিনা তাঁরা খতিয়ে দেখেন। সৈকত চৌধুরি জানান, ভ্যাটগুলি থেকে ময়লা তোলার পরেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এলাকার বাসিন্দারা সেখানে ময়লা ফেলছেন। এমনকী ময়লা ফেলার নির্ধারিত জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলছেন না অনেকেই। এই অভ্যাস বন্ধ করতে আমরা এলাকাবাসীদের সচেতন করছি। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের এই বিষয়ে সচেতন করছি। আমরা এলাকাবাসীদের সচেতন করে তুলছি।

এনআরএস-এর হস্টেলে ডিজে পার্টি

জেডিএফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জেডিএ-র

প্রতিবেদন : হাসপাতাল চত্বরে জুনিয়র চিকিৎসকদের হস্টেলে তারস্বরে ডিজে বাজিয়ে পার্টি! আর সেই পার্টিতে হাতে রঙিন পানীয়র গ্লাসে মজে 'দ্রোহকাল'-এর আন্দোলনকারী জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্টের ঘনিষ্ঠরা। এমনই অভিযোগ জুনিয়র ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অন্দরে এই ধরনের ডিজে পার্টির অভিযোগ নিয়ে অধ্যক্ষ ইন্দিরা দে জানিয়েছেন, এটি একেবারেই ঠিক নয়। কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নেবে।

গতবছর আরজি কর-কাণ্ডের পর হাসপাতালের নিরাপত্তা ও হস্টেলের শৃঙ্খলা নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাজপথে খুব আন্দোলন করেছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। সেইসময় ফ্রন্টের এই বিক্ষোভ-আন্দোলন নিয়ে জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের দাবি ছিল, সুষ্ঠু পরিবেশ নয়। আসলে ব্যক্তিগত দাবি মেটাতেই আন্দোলনে নেমেছে ফ্রন্টের ধান্দাবাজ চিকিৎসকরা। সেই সুবিধাবাদী আন্দোলনের একবছরের মধ্যেই এনআরএস-এ জুনিয়র ডাক্তারদের হস্টেলে শনিবাসরীয় রাতে ডিজে বাজিয়ে নাচ-পার্টি! 'বিপ্লবী' ডাক্তারদের হাতে পানীয়র গ্লাস। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

সেই ভিডিও দেখিয়ে জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র ডাঃ সৌম্যদীপ দত্তের অভিযোগ, যাঁদের দেখা যাচ্ছে তাঁরা জেডিএফ ঘনিষ্ঠ। এরাই বিচার চাওয়ার নামে একবছর আগে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষমতা দখল, কর্তৃত্ব জাহিরের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা নিজেরা যে মোটেও সুশৃঙ্খল নয় এটা তারই প্রমাণ। এভাবে হাসপাতালের মধ্যে উৎশৃঙ্খল আচারণের তীব্র বিরোধী জেডিএ। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ জেডিএফ।

■ পাঠশালায় পুলিশকাকু। বুধবার নিউ বারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া আদর্শ শিক্ষা সদন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

ছাত্রীকে মার, ২ শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

প্রতিবেদন : মানিকতলার স্কুলে পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ দুই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। পড়া না পারায় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে প্রথমে বকাঝকা, তারপর হাঁটুতে ছাতা দিয়ে মারার অভিযোগ। আঘাত লাগে কানেও। ছাত্রীর পরিবারের তরফে মানিকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, স্কুল থেকে ফেরার পর জ্বরে পড়ে মেয়ে। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্নও দেখা যায়। জোরাজুরির পর পুরো ঘটনা জানায় নাবালিকা। অভিযোগ দায়ের হতেই দুই শিক্ষিকাকে ৭ দিনের জন্য স্কুল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফরাক্কা এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে কচ্ছপ উদ্ধার করল মালদহ জিআরপি। বুধবার সাত সকালে এই বিশাল সংখ্যক কচ্ছপ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মালদহ টাউন স্টেশনে

আমার বাংলা

24 July, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৪ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বাংলা-বিদ্বেষ ও ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ঝড়

বিজেপির নোটিশে ভয় পাই না পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী : অঞ্জলি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: কোনও কাগজ দেখাতে বাধ্য নই, বিজেপির গায়ের জোরে পাঠানো এনআরসি নোটিশে ভয় পাই না। তোয়াক্কাও করি না। কারণ পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি এই রাজ্যেরই বাসিন্দা। সাফ জানিয়ে দিলেন ফালাকাটার জটেশ্বরের বাসিন্দা অঞ্জলি শীল। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিনরাজ্যে আক্রান্ত শ্রমিক এবং বিজেপির এনআরসি নোটিশ পাওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন, ভয় পাবেন না। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আইনত যা যা করা দরকার করব। একইসঙ্গে রাজনৈতিকভাবেও এই বাংলা বিদ্বেষের মোকাবিলা করবে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেই সাহস পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন অঞ্জলি। বুধবার সকালে জটেশ্বরের ময়মনসিংহ পাড়ায় অঞ্জলি শীলের বাড়ি গিয়ে দেখা করেন ফালাকাটা ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ পাল। তিনি অঞ্জলি শীলকে অভয় প্রদান করে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনার পাশে আছেন, বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। আপনাকে আসামে গিয়ে কেনও কাগজপত্র দেখাতে হবে না আমরা আপনার পাশে আছি। অঞ্জলি শীল জানান, আমি শারীরিক ভাবে অসুস্থ, এই নোটিশের কথা জানতে পেরে খুব বিড়ম্বনায় পড়েছি। আমরা দীর্ঘদিনের এখানকার বাসিন্দা, আমার নামে কেন এমন নোটিশ হয়েছে বুঝতে পারছি না। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের আশ্বাসে অনেকটাই স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য,যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে তোয়াক্কা না করে বাংলার বাসিন্দাদের একে একে এনআরসির নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে আসামের বিজেপি সরকার। এর আগে দিনহাটার বাসিন্দা উত্তম ব্রজবাসীকে এনআরসির নোটিশ পাঠিয়েছিল অসম সরকার। এবার সীমানা সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের ময়মনসিংহ পাড়ার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা অঞ্জলি শীলের নামে নোটিশ পাঠায়। অসম সরকারের ফরেনার্স ট্রাইবুনালের ওই নোটিশ অঞ্জলি হাতে না পেলেও, ইতিমধ্যেই সেটি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অঞ্জলি শীলের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন দেবজিৎ পাল।

অবস্থানের প্রস্তুতি বৈঠকে অভিজিৎ দে ভৌমিক।

এনআরসি: প্রতিবাদে উত্তম বিজেপির বিরুদ্ধে অবস্থানে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির বাংলা বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতেই ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রীর নির্দেশ মতোই অসম সরকারের বিরুদ্ধে হয়রানির প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে বসার প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবাদের কণ্ঠ হিসাবে এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন বিজেপির এনারসি হয়রানির শিকার দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসী। তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, ২৭ জুলাই এই অবস্থান বিক্ষোভ হবে। অসমের বিজেপি সরকার যেভাবে বাংলা-সহ কোচবিহারের নাগরিকদের হয়রানি করছে তার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন হবে। বক্সিরহাটের অবস্থানের জায়গা চিহ্নিত করতে বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শনে যাবেন জেলা নেতৃত্ব। প্রস্তুতি বৈঠকে জেলা সভাপতি জানিয়েছেন, অসম গেট থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে বাংলার মাটিতে এই অবস্থান-বিক্ষোভে বসে সুর চড়াবে তৃণমূল কংগ্রেস। কর্মসূচিকে সফল করতে জেলার ব্লক সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এটিএম লুঠ, দুষ্কৃতীদের গাড়ি আটক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ফের এটিএম লুঠ! উধাও ২০ লক্ষ টাকা! বুধবার ভোর তিনটে নাগাদ আশিঘর আউটপোস্টের লোকনাথ বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম লুঠ করে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুষ্কৃতীদের গাড়ি ধাওয়া করা হয়। মাটিগাড়ায় গাড়ি রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি জ্যাকেট ও স্প্রে। ভোরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং, এসিপি রবিন থাপা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও। একই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে গাড়ির মালিক সুজিতকেও। এসিপি রবিন থাপা বলেন, বিষয়টি আমাদের কানে এসেছে। আমরা লুটের কাজে ব্যবহার হওয়া গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছি। পুলিশের সন্দেহ এই লুঠেও রয়েছে বিহার-যোগ। কীভাবে লুঠ? স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এটিএমটিতে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। চারচাকা গাড়িতে চেপে এসেছিল দুই দুষ্কৃতী। তারা গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম মেশিন কেটে টাকা লুট করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা।

শিলিগুড়ি

খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মধ্যেই পাকড়াও হল খুনি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বুধবার সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় একটি গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম অমল রায় (৪৮), পেশায় মিষ্টির দোকানের কর্মচারী। খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধূপগুড়িতে খুনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম বিবেকানন্দ রায়। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু জানানো সম্ভব নয়। তবে ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, সে বিষয়ে খোঁজ চালানো হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং সন্দেহভাজনদের তালিকা তৈরি করে নজরদারি চালানো হচ্ছে। মৃতের স্ত্রী ও দুই কন্যাকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

ভিনরাজ্যে হেনস্থার শিকার শ্রমিক পরিবারের জন্য শিবির

শ্রমিকদের পরিবারের কথা শুনছেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বাংলা বলার অপরাধে বিজেপির রাজ্যে শ্রমিকদের হেনস্থা। চিন্তায় রয়েছে তাঁদের পরিবার। এই পরিবারগুলির চিন্তা দূর করতে চলছে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র। ইটাহারে দুটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে। ইটাহার চৌরাস্তা মোড়ে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ও চেকপোষ্ট তৃণমূলের অফিসে ভিন রাজ্যে শ্রমিক হেনস্থা সহায়তা কেন্দ্র খুলে শ্রমিকদের পরিবারের কথা শোনার পাশাপাশি বিধায়ক এর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ইটাহার থানায় শ্রমিকদের নিয়ে গিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। এদিন বিধায়ক মোশারফ হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ভিন রাজ্যে শ্রমিকদের বাংলাদেশি অথবা রোহিঙ্গা বলে আটকানো ও অত্যাচার করা হচ্ছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। ইটাহারে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতা করা হচ্ছে। বহু শ্রমিককে গুম করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকা স্বত্যেও ইচ্ছাকৃত ভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। শ্রমিকদের আশ্রয় যাতে না দেওয়া হয় সেই বিষয়েও মাইকিং চালানো হচ্ছে। এমনকী পরিবার নিয়ে থাকা শ্রমিকদের বাড়ির মহিলা, শিশু সমেত তুলে নিয়ে গিয়ে না খাইয়ে রাখা হচ্ছে। এই অমানবিক নির্যাতনের ছবি চোখে দেখতে পারবেন না কেউ। এবারে সেই সব শ্রমিকদের যতটা সম্ভব সাহায্য করা হবে বলে জানান বিধায়ক।

পোস্টমাস্টার থেকে আইআইএস অভিজিৎ

সংবাদদাতা, মালদহ: জীবন যখন কঠিন পরীক্ষা নেয়, তখন কি থমকে যেতে হয়? মালদহের অভিজিৎ চৌধুরী দেখালেন, থামা মানেই শেষ নয়, বরং নতুন করে শুরু। এক সাধারণ গ্রাম থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু নিয়তি যখন কঠিন আঘাত হানল, বাবাকে হারালেন ক্যানসারে। সেই শূন্যতা তাঁকে দুর্বল করেনি, বরং করে তুলেছে ইস্পাত কঠিন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল আগামীর প্রস্তুতি। সাংবাদিকতা বেছে নিয়েছিলেন তিনি শুধু পেশা হিসেবে নয়, বরং স্বপ্ন পূরণের জন্য সাজানো এক রণক্ষেত্র হিসেবে— যেখানে তিনি শান দিয়েছেন লিখনশৈলীকে আর বাড়িয়েছেন জ্ঞান। একের পর এক সরকারি চাকরি যখন হাতে এসেছে, তখন তিনি সেগুলোকে দেখেননি জীবনের শেষ গন্তব্য হিসেবে, বরং আরও উঁচু লক্ষ্য ছোঁয়ার সিঁড়ি হিসেবে। পোস্টমাস্টারের চাকরি থেকে জেলা আদালতের ক্লার্ক, তারপর রেলের আধিকারিক— প্রতিটি সীমানা পেরিয়ে তিনি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। নিজের চেষ্টায়, বুদ্ধিমত্তায় আর মেধার শক্তিতে ভর করেই আজ সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসে একমাত্র রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে স্থান করে নিতে পেরেছেন অভিজিৎ। কোচিং নয়, কেবল নিজের অভিজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাসের জোরেই তিনি ইউপিএসসি-র মতো কঠিন দুর্গ জয় করেছেন।

মালদহ

আমার বাংলা
24 July, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রাবণে এবার ইলিশের প্রাচুর্য দিঘায়, কমছে দাম

সংবাদদাতা, দিঘা : ছিটেফোঁটা বৃষ্টির মাঝে শ্রাবণের মৃদুমন্দ হাওয়ায় চলতি বছর দিঘায় ইলিশের ছয়লাপ। ফলে মুখে চওড়া হাসি মৎস্যজীবীদের। অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছর শ্রাবণে যে পরিমাণ ইলিশের দেখা মিলেছে তাতে বাঙালির পাতে স্বস্তির ইলিশ ওঠার দিন আর বেশি দূরে নয় বলা চলে। উল্লেখ্য, দিঘায় বর্তমানে রোজ প্রতিটি ট্রলারে কুইন্টাল কুইন্টাল ইলিশ উঠছে। মঙ্গলবার দিঘা মোহনা মার্কেটে পাইকারি বাজারে প্রায় ৪৫ টন ইলিশ ওঠে। বুধবার আরও ৩৫ টন ইলিশ নিলামে উঠেছে। ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা কেজি দরে। ৮০০ থেকে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে বারোশো টাকায়। মৎস্য ব্যবসায়ীদের দাবি, গত কয়েক বছরে শ্রাবণে এত বিপুল পরিমাণ ইলিশের দেখা মেলেনি। এ বছর যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মিলছে তাতে মৎস্যপ্রিয় বাঙালির ইলিশ ভোজনে কমতি থাকবে না। দিঘা মোহনার মৎস্য নিলাম কেন্দ্রে প্রতিদিন যে কটি ট্রলার এবং লঞ্চ মাছ নিয়ে আসছে তাতে বিপুল পরিমাণ ইলিশ উঠছে। মৎস্যজীবী রঞ্জিত গিরি বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভালই ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। শ্রাবণে এত পরিমাণ ইলিশ আগে পাওয়া যেত না। দিঘায় আগত পর্যটকরাও ইলিশ কিনতে ভিড় জমিয়েছেন মৎস্য নিলাম কেন্দ্রে। দিঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বলেন, এবছর যেভাবে ইলিশ উঠছে তাতে আগামী কয়েক দিনে ভালই জোগান মিলবে আশা করা যাচ্ছে।

নদীতে ডুবে মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বাঁকা নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল রাজকুমার সাউয়ের (১৩)। বর্ধমানের আঁজির বাগান বস্তাপট্টি এলাকায় ১নং গলিতে বাড়ি। বর্ধমান নেহরু বিদ্যামন্দির স্কুলের ৭ম শ্রেণির ছাত্র ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে আলমগঞ্জ পাসিখানা এলাকার বাঁকা নদীর কারবালা ঘাটে স্নান করতে যায় রাজকুমার আরও চারজনের সঙ্গে। স্নানে নেমে তলিয়ে যেতে দেখে এলাকার মানুষজন উদ্ধার করতে গেলেও রাজকুমারকে খুঁজে পাননি। বর্ধমান থানায় খবর দেওয়া হলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপণ দফতরের কর্মীরা সারারাত তল্লাশি চালিয়েও তার খোঁজ পাননি। বুধবার সকালে ফের তল্লাশি শুরু হলে বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে সাহাচেতন আমড়াতলা ঘাট থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়।

কয়েকশো কোটির দুর্নীতি গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশে

মন্ত্রীর তোপ, ডবল ইঞ্জিন রাজ্য পাচ্ছে ১০০ দিনের টাকা, বঞ্চিত শুধু বাংলাই

সংবাদদাতা, তমলুক : ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এবার বিজেপি-শাসিত একাধিক রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে দুর্নীতির উদাহরণ টেনে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বুধবার তমলুকে একটি ব্যাংকের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকানো নিয়ে তোপ দাগেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার পরপর চার বছর ১০০ দিনের কাজে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছে। হঠাৎ ২২ সালে ওদের মনে হল পশ্চিমবঙ্গে ঠিকমতো পয়সা খরচ হয়নি এবং অপব্যবহার হয়েছে। কেন্দ্রের প্রতিনিধিদল এসে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ৬ বছরে ৫ কোটি টাকা অপব্যবহার হয়েছে বলে নির্ধারণ করেন। তাহলে চার বছর পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে ১০০ দিনের কাজে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেল? একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যের উদাহরণ টেনে মন্ত্রী বলেন, গুজরাতের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বাচ্চু ভাই খামারের দুই ছেলে জেলে। কারণ এই দুজনেই ১০০ দিনের কাজের ৭৫ কোটি টাকা তছরুপ করেছে। ৭৫ কোটি মানে

■ ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্ঘাটনে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

পাঁচ কোটির ১৫ গুণ। ওই চার বছরে উত্তরপ্রদেশেও ৪৯ কোটি টাকা অপব্যবহার হয়েছে। ১৯ কোটি টাকা বিহারে অপব্যবহার হয়েছে। ১৫ কোটি টাকা মহারাষ্ট্রে তছরুপ হয়েছে। এগুলো সবই ডবল ইঞ্জিন সরকারের নমুনা। কিন্তু তাদের ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ হয়নি। শুধু পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মশ্রী প্রকল্পে জবকার্ড হোল্ডারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন। এতে সবাই আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ পাবেন। বাড়ি তৈরির টাকা নিয়েও এদিন কেন্দ্রকে একহাত নেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালে যখন ইন্দিরা গান্ধী আবাস যোজনার নাম পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা করা হল তখন বলা হয়েছিল, ২০২২-এর মধ্যে প্রত্যেকের মাথায় পাকা ছাদ দেব। কারণ ২০২২ সালে ভারত স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে পড়বে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এরপর কেন্দ্র প্রত্যেক রাজ্যকে নামের তালিকা বানাতে বলে। আমাদের এখানে নামের তালিকা অনুয়ায়ী এখনও ৩২ লক্ষ বাড়ি তৈরি বাকি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। বুধবার তমলুক-ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক উত্তম বারিক, তিলক চক্রবর্তী, তাপসী মণ্ডল, অজিত মাইতি-সহ অন্যরা।

বিদ্যালয়ে ঢুকে শিক্ষক পিটিয়ে ধৃত বিজেপি কর্মী, আজ জেলায় বিক্ষোভ তৃণমূলের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : স্কুল চলাকালীন শ্রেণিকক্ষে হঠাৎ চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার জামবনি থানার গিধনি পূর্ব চক্রের রানিপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মদ্যপ অবস্থায় ঢুকে প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকের উপর চড়াও হয় বিজেপি কর্মী প্রেমজিৎ মান্ডি। অভিযোগ, প্রথমে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে প্রধান শিক্ষক বরুণকুমার বেরার উদ্দেশে। এক সহশিক্ষক বাধা দিতে গেলে তাঁকেও গালিগালাজ ও মারধর করে প্রেমজিৎ। ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করতে গেলে শিক্ষকদের উপর আরও আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। পরে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে জামবনি থানার পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রধান শিক্ষকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় প্রেমজিৎকে। ধৃতকে বুধবার

■ ধৃত বিজেপি কর্মী।

ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার তৃণমূল কংগ্রেস। ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার জেলার প্রতিটি চক্রে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান জয়দীপ হোতা বলেন, বিদ্যালয়ের মতো জায়গায় এভাবে শিক্ষকদের মারধর অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইতিমধ্যে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। স্কুলে সুরক্ষার স্বার্থে সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েনের কথাও ভাবা হচ্ছে। বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন, বিজেপির এটাই কালচার। ওরা শিক্ষকের উপরে হাত তুলতে পারে, স্কুলেও তাণ্ডব চালাতে পারে। ওই বিজেপি কর্মী স্কুলে মদ্যপ অবস্থায় এসে শিক্ষকের গায়ে হাত তুলছে, এ থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে। এর জন্য আমরা প্রতিবাদ করব।

জামালপুরের বন্যাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করলেন পুলিশকর্তারা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দামোদরের আপার ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভারী বৃষ্টির কারণে দামোদরের জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ছে। বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন জানায়, এদিন দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে সকালে ৬৪ হাজার ২৫০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তারপরেই

■ জামালপুরে প্লাবিত এলাকায় নৌকায় পুলিশ কর্তারা।

দামোদরের নিচু এলাকা বলে পরিচিত বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের মাঠশিয়ালী, মুইদিপুর, শিয়ালি প্রভৃতি এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মণ্ডল, জামালপুর থানার আইসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ-সহ অন্য পুলিশকর্তারা। এই এলাকায় এসে দামোদর ভাগ হয়ে একটি সরাসরি হুগলির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, অন্যটি মুণ্ডেশ্বরী নামে প্রবাহিত হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, দামোদর থেকে বেশি পরিমাণ জল ছাড়া হলে এই এলাকাগুলি প্লাবিত হয়। অবিরাম বৃষ্টির পাশাপাশি একাধিক জলাধার থেকে জল ছাড়া বাড়াচ্ছে ডিভিসি। ফলে এই এলাকাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। জল বাড়লে এলাকার মানুষের কী করণীয় সে সম্পর্কে সচেতন করেন অভিষেকবাবু।

পরিবেশ রক্ষায় ৫ বছরে ১ লক্ষ গাছ লাগানোই সঞ্জীবের সবুজ বিপ্লব

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জলবায়ুর পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানবসভ্যতাকে এক বড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষায় মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে প্রায় প্রতিদিন বৃক্ষরোপণ করে চলেছেন স্থানীয় যুবক সঞ্জীব দাস। তাঁর স্বপ্ন, আগামী ৫ বছরে ১ লক্ষ গাছ লাগিয়ে প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়া। সাগরদিঘির এই তরুণ প্রকৃতিপ্রেমী পেশায় মুদির দোকানদার হলেও মনের ভিতর লালন করেন সবুজ স্বপ্ন। নিজের উদ্যোগেই তৈরি করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে গত ৬ বছরে লাগিয়েছেন ২৭ হাজারেরও

■ সবুজ বাঁচাতে গ্রামে চারা বিলি করছেন সঞ্জীব দাস।

বেশি গাছ। সঞ্জীব জানান, তাঁর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ গাছ লাগানো। এই ভাবনায় তিনি যেমন নিয়ম করে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও গাছ লাগান, একইভাবে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, পুজো, ইদ বা ক্রিসমাসের মতো অনুষ্ঠানেও মানুষকে ডেকে ডেকে গাছ বিলি করেন পরিবেশ সচেতনতার সর্বত্র বার্তা ছড়িয়ে দিতে। সঞ্জীবের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এলাকার মানুষের বক্তব্য, এক লক্ষ গাছ শুধু একটা সংখ্যা নয়, এটি এক বড় উদাহরণ ও পরিবেশ বাঁচাতে গোটা দেশকে সবুজে ঢেকে দেওয়ার শপথ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

24 July, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৪ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বুধবার বিকেলে হলদিয়া দুর্গাচকের সুপার মার্কেটের কাছে একটি হোটেলের ওপর ভাড়া দেওয়া বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চালায়। প্রদীপের শিখা থেকে অগ্নিকাণ্ড বলে ধারণা। তবে ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের কীর্তি কোমরজলে মদের আসরে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে মিথ্যাচার

সংবাদদাতা, ঘাটাল : বেশ কিছুদিন ধরে টানা বর্ষায় প্লাবিত ঘাটাল ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। তবে এলাকায় আস্তে আস্তে জল কমতে থাকার পর কোমর সমান জলে মদের আসর বসিয়ে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে মিথ্যাচার করে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়লেন ঘাটাল ব্লকের ৫ নম্বর বীরসিংহ অঞ্চলের দন্দীপুর বুথের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীকান্ত কারক। তাঁর সেই জলে মদের আসরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে মদের আসর থেকে পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতি তিনি মিথ্যা বার্তা দেন, মাস্টার প্ল্যান করছি আমরা। দেব মাস্টার প্ল্যান করবে বলে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হচ্ছে। মোদি জিন্দাবাদ। মদ্যপ অবস্থায় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের মুখ থেকে শোনা যায় ভারত মাতার নামে জয়ধ্বনিও। এমন একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরেই ওই বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের অপকীর্তি, মিথ্যাচার নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রীতিমতো মানুষের ছি-ছিক্কার।

বিজেপি নেতার মদের আসর।

পুরুলিয়া জেলা বন দফতরের বড়সড় উদ্যোগ

বাঘের নয়া ডেরা হচ্ছে সিমনি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাঘদর্শনে এবার হয়ত সুন্দরবনের মতোই পর্যটকদের ছুটতে হবে পুরুলিয়ায়। এই সম্ভাবনার কথা জানা যাচ্ছে খোদ পুরুলিয়া বন দফতরের তরফে। আগামী দিনে পুরুলিয়া জেলার কোটশিলা থানার সিমনি বনাঞ্চল বাঘের ডেরায় পরিণত হতে পারে। ওই বনাঞ্চলে এখন রয়েছে চিতা (ইন্ডিয়ান লেপার্ড), হানি ব্যাজার, ভালুক, হরিন, বুনো শুয়োর প্রভৃতি বন্যপ্রাণ। মাসখানেক আগে এলাকা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ঝাড়খণ্ডের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়া বাঘকে ধরা পড়েছিল। তার আগে পুরুলিয়ায় এসেছিল ওড়িশার বাঘিনি জিনাত এবং পালামৌয়ের জঙ্গল থেকে আরেকটি বাঘ। এই এলাকায় বাঘের আনাগোনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে। পুরুলিয়ার ডিএফও অঞ্জন গুহের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এ বছর জানুয়ারিতে প্রথম বন দফতরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় সিমনিতে চিতার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তিন শাবক-সহ চিতা দম্পতির ছবি মিলেছিল সেই ক্যামেরায়। এরপর বন মহোৎসবের আগে ফের ট্র্যাপ ক্যামেরায় চিতা দেখা গিয়েছে। ডিএফও বলেন, ইন্ডিয়ান লেপার্ড আসলে বাঘই। যে জঙ্গলে এরা থাকে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই রয়াল বেঙ্গল টাইগার থাকতে পারে। সম্ভবত এই এলাকায় বাঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে পরিবেশগত কারণেই। তিনি বলেন, অরণ্য, পাহাড়, উপত্যকা সবুজ হয়েছে। তাই এখানে বাঘের স্থায়ী আস্তানা গড়ে উঠতেই পারে। এই সিমনি বনাঞ্চলের একটি পাহাড়ি ঝর্ণা থেকেই কংসাবতী নদীর উৎপত্তি। ঢেউখেলানো পাহাড়ি উপত্যকায় জলেরও অভাব নেই। তাই আগামী দিনে পুরুলিয়ার নতুন আকর্ষণ হতে পারে বাঘ। বন দফতরের এক কর্তা জানান, আমরা পরিবেশ সাজিয়ে দিচ্ছি। ওরা নিজে থেকেই চলে আসবে এখানে।

সিমনিতে বন দফতরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া চিতার ছবি।

গোগলায় ভাঙল বিজেপি, আইটি সেল নেতা-সহ প্রায় ১০০ সক্রিয় কর্মী তৃণমূলে

দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক

সংবাদদাতা, লাউদোহা : দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে ফের বিজেপিতে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। দুর্গাপুরে কদিন আগেই প্রধানমন্ত্রীর জনসভা হয়ে যাওয়ার ঠিক পর পরই গোগলা অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল বিজেপিতে ভাঙন। আবারও সেই একই ছবি দেখা গেল তৃণমূলের একুশে জুলাই ধর্মতলায় ঐতিহাসিক সমাবেশের পর। মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা মাধাইপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যলয়ে ২০২১-এর ভোটে ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর বুথের বিজেপি যুব মোর্চার আইটি সেলের দায়িত্বে থাকা নেতা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুনডাঙা, বনগ্রাম, গোগলা, রসিকডাঙা এলাকার প্রায় ২০টি পরিবারের ১০০ সক্রিয় কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। গোগলা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, আমরা তৃণমূল কর্মীরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি। নবাগতরা উপলব্ধি করেছেন, এখানে বিজেপির না আছে কোনও সংগঠন, না মানুষের পাশে থাকার ইচ্ছা।

নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বার্নপুরে ভেঙে পড়ল দামোদর নদের ওপর পাইপ লাইনের সেতু, জলসঙ্কটের আশঙ্কা

সংবাদদাতা, আসানসোল : বুধবার হঠাৎই ভেঙে পড়ল আসানসোলে হিরাপুর থানার অন্তর্গত কালাঝরিয়া ওয়াটার প্রজেক্টের পাইপ লাইনটি। বার্নপুরে দামোদর নদের উপর রয়েছে এই পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ার লোহার সেতু। বুধবার হঠাৎ করেই পাইপ লাইনের সেই সেতুটি দামোদরের উপর ভেঙে পড়ে। এর ফলে মাঝ নদীতে ওয়াটার প্রজেক্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওই সময় প্রজেক্টের ভিতর কাজ করছিলেন এমন দুই কর্মী আটকে পড়েন। খবর যায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কাছে। বাহিনীর কর্মীরা নদীতে বোট নিয়ে এসে আটকে পড়া দুই কর্মীকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনার ফলে আসানসোলের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষত আসানসোল শহরের বেশ কিছু অংশে যেখানে জনস্বাস্থ্য দফতর জল সরবরাহ করে সেই সব এলাকায় আগামী কদিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কন্যাপুর হাউসিং-সহ মহিসিলা, ইসমাইল, আসানসোল গড়াই রোড ইত্যাদি এলাকা।

আসানসোল

মাঝনদীতে ভেঙে পড়ল পাইপ লাইনের সেতু।

ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ পরিবারের

সংবাদদাতা, নদিয়া : মঙ্গলবার রাতে ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান নবদ্বীপ বিধানসভার তিনকাটা এলাকার বিশ্বজিৎ দেবনাথ (৩০)। আর তারপরই তাঁর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাদের ছেলেকে। পরিবারের দাবি, রাতে বিশ্বজিৎকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যায় কেউ। বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে যায় সে।তারপর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বুধবার সকালে তিনকাটা এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গায় বিশ্বজিতের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহের সন্ধান মেলে।

জয়ীদের অভিনন্দন বিধায়কের

সংবাদদাতা, মহিষাদল : সম্প্রতি মহিষাদল ব্লকের তেঁতুলবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ডেলিগেটস নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূলের ৪২ প্রার্থী। বুধবার সকালে জয়ীদের অভিনন্দন জানান বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। এদিন ওই সমবায় এলাকায় গিয়ে সকল জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। সঙ্গে চলে সবুজ আবির মেখে মিষ্টিমুখের করে বিজয়োল্লাস।

ডিসেম্বরে বর্ধমান-কলকাতায় একযোগে ভারত সংস্কৃতি উৎসব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে এবছর ১৮তম ভারত সংস্কৃতি উৎসব হতে চলেছে বর্ধমান ও কলকাতায় একযোগে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে ভারত সংস্কৃতি উৎসবের সম্পাদক প্রসেনজিৎ পোদ্দার জানান, গত বছর এই উৎসবে অংশ নেন মোট ৬,৫৭৮জন শিল্পী। এবছর তাঁদের লক্ষ্য ১০ হাজার শিল্পী। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বাজেটের এই উৎসবে ভারতের প্রায় ২৪টি রাজ্য থেকে প্রতিনিধি ছাড়াও আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, আবু ধাবি, দুবাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গুপুর, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড থেকেও শিল্পীরা অংশ নেবেন। প্রসেনজিৎবাবু জানান, ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর বর্ধমান টাউন হলে এই উৎসব হবে। ২৫ ডিসেম্বর রিষড়া ভলিবল মাঠ এবং ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর বড়িশা হাইস্কুল ময়দান, বেহালা চৌরাস্তা এবং বেহালা শরৎ সদনে হবে উৎসব। বর্ধমানে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকছে বাংলা গানের একাল ও সেকাল শীর্ষক অনুষ্ঠান। সাংবাদিক বৈঠকে অন্যদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের পুরপ্রধান পরেশ সরকার, ভারত সংস্কৃতি উৎসব কমিটির কর্তা শ্যামল দাস, দেবেশ ঠাকুর, অরূপ দাস প্রমুখ।

আবাসনে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৩, তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শহরের দুটি আবাসনে সোনার গয়না চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক চক্রের তিন সদস্য। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার তালডাংড়া থেকে গ্রেফতার হয় চক্রের পাণ্ডা সৌমাল্য চৌধুরি এবং তার সঙ্গী ভিক্টর। পরে পাঁশকুঁড়া থেকে ধরা পড়ে আরও একজন, নাম সঞ্জয় দে। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত সৌমাল্য ইংরেজিতে এমএ পাশ এবং রেলের চাকরিতে যোগ দিয়েও পরে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, বহু জেলার বিভিন্ন থানায় তার নামে একাধিক মামলা রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই চুরির স্বভাব ছিল। মানুষের সঙ্গে সহজে আলাপ গড়ে তুলে সুযোগ বুঝে চুরি করত। আদি বাড়ি আসানসোলে। মা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী। এক সময় নিজের মায়ের গয়না চুরি করেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সেই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আত্মহত্যা করেন তার মা এমন তথ্যও মিলেছে তদন্তে। ধৃত ভিক্টরের বাড়ি হুগলির ভদ্রেশ্বরে। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্র চুরি করা সোনার গয়না বিক্রি করত পাঁশকুঁড়ার প্রতাপপুরের সঞ্জয় দে-র মাধ্যমে। সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসাবাদে চুরির গয়না কোথায় বিক্রি হত এবং কারা এতে যুক্ত, সেই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে বলে দাবি পুলিশের। প্রসঙ্গত, ৯ ও ১৮ জুলাই পরিকল্পিতভাবে সোনার গয়না চুরি হয় দুটি আবাসন থেকে। তার তদন্ত করতে গিয়ে এই চক্রের সন্ধান পায় পুলিশ। মঙ্গলবার তালডাংড়ার এক লজে অভিযান চালিয়ে সৌমাল্য ও ভিক্টরকে ফাঁদ পেতে পাকড়াও করে তদন্তকারী দল। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এর পিছনে রয়েছে একটি বৃহৎ চক্র। যারা শহরের বিভিন্ন আবাসনকে টার্গেট করে পরিকল্পিত চুরি চালায়। চক্রে কয়েকজন মহিলারও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। বুধবার তিন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

১০
২৪ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 July, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

হাতিদের গতিবিধিতে নজরদারি কন্ট্রোল রুম বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জঙ্গলের বেয়াড়া হাতিরা প্রতিনিয়ত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে। তাণ্ডব চালায়। বাড়িঘর ভাঙে, ফসল নষ্ট করে। এমনকী সামনে মানুষ পড়ে গেলে আক্রমণও করে। এইভাবে প্রতিনিয়ত হাতি-মানুষ সংঘাত বেড়েই চলেছে। এই সংঘাত ঠেকাতে বক্সার সংরক্ষিত জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে নির্দিষ্ট জায়গায় এআই প্রযুক্তিনির্ভর ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করে হাতিদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে সর্বক্ষণের একটি সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম খোলা হল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প পশ্চিমের দফতরে। বনদফতরের তরফে জানানো হয় হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে প্রথম এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। বহু বছর ধরে হাতিদের গতিবিধির ওপর সমীক্ষা করে, গতিপথ খুঁজে বের করে বনদফতর শেষ পর্যন্ত এআই ক্যামেরা দিয়ে হাতিদের নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, বিশেষ কয়েকটি পথ ব্যবহার করে রাত নামলেই হাতির দল জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে। সেই নির্দিষ্ট পথগুলিকেই আপাতত এআই প্রযুক্তি নির্ভর ক্যামেরা দিয়ে নজরে রাখবে বন দফতর।

কন্ট্রোলরুমে নজরদারিতে বনাধিকারিক।

এই ক্যামেরাগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত করা রয়েছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমের মিনিটরের সঙ্গে। মোট ১১টি ক্যামেরার মধ্যে ৫টি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে দমনপুর, মাঝেরডাবরি চা-বাগান, গরম বস্তিতে, যার সাহায্যে বুনো হাতির দল আলিপুরদুয়ার শহরে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা। ৩টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে নিমতিঝোরা চা-বাগান, নিমতি ও দোমহনিতে। বাকি ৩টি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন হয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প পূর্বের নারারথলি, মারাখাতা ও কার্তিকা এলাকায়। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা লোকালয়ে হাতির অনুপ্রবেশ আটকানোর ব্যবস্থা করছি। আপাতত ১১টি ক্যামেরা লাগালেও ভবিষ্যতে ক্যামেরার সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রস্তুতি শুরু তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

অত্যাচার করেছিল। এই জেলার পাইকরের শ্রমিকরা দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে বাংলা ভাষা বলার অপরাধে গেরুয়া সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের এলাকা থেকেই ভাষাসন্ত্রাসের মিছিল যে অন্য ইঙ্গিতও বহন করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বুধবার জেলা তৃণমূল কোর কমিটির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জেলা জুড়ে মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাস এবং বিজেপিকে সবক শেখানের প্রতিজ্ঞা। বিজেপি সরকার যদি কাউকে আটক বা গ্রেফতার করে তবে সেই এলাকায় বিজেপি নেতাদের বাড়ি কাছাকাছি ঘেরাও, প্রতিবাদ সভা হবে। দেখা হবে যেন সাধারণ মানুষের অসুবিধা নয় হয়।

প্রত্যেকটি ভাষা আন্দোলনের মিছিল হবে শনি ও রবিবার। মিটিং-মিছিল-পথসভা-সমাবেশ হবে। থাকবেন এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। চলবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। বীরভূমের পাশাপাশি অন্য জেলাতেও প্রস্তুতি শুরু। কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের ছাত্র-যুব-মহিলাদের পাশাপাশি ক্রীড়া জগৎ ও সংস্কৃতি জগতের মানুষও ভাষা আন্দোলনে শামিল হবেন। তৃণমূল সমর্থিত আইনজীবী ও চিকিৎসকদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও নামছেন প্রতিবাদ জানাতে। এছাড়া প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের পাশাপাশি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের প্রতিবাদে পথে নামছেন।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে পরিযায়ী শ্রমিকদের মামলায় ওড়িশা সরকারকে একহাত নেন ডিভিশন বেঞ্চ। ওড়িশায় গিয়ে অন্যায়ভাবে কেন শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছে, তার কারণ জানতে চায় বেঞ্চ। মিথ্যাচার করে ওড়িশা সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, কোনও গ্রেফতার হয়নি। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। সর্বৈব মিথ্যা কথা ওড়িশার। বিচারপতি চার সপ্তাহের মধ্যে লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেছেন।

ভিসি ট্রায়াল

■ মদন তামাং হত্যামামলার ভিডিও কনফারেন্সে ট্রায়াল শুরু হল দার্জিলিং সেশন কোর্টে। বুধবার খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ৪৭ জন এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিল। এই খুনের মামলায় বিমল গুরুং-সহ বাকিদের শুনানি রয়েছে আগামী ২৫ জুলাই। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অমর লামারও ওই দিন শুনানি রয়েছে।

খুনে ধৃত ২

■ সম্পত্তি বিবাদে ভাগনের হাতে খুন হল মামা। বুধবার বিকেলে মায়ের সামনেই সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ফালাকাটা থানার দেওগাঁ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাড়াকদম এলাকায় নিজের মামাকে খুন করে ভাগনে। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সরকার। অভিযোগ মদ্যপ অবস্থায় মা কানন মল্লিকের সামনে মামাকে খুন করে ভাগনে। খুনে অভিযুক্ত ভাগনের নাম সাগর মল্লিক। ওই অভিযুক্তের দাবি তার মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার কারণেই সে তার মামাকে খুন করেছে। ঘাতক ভাগনে ও মৃতের বোনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষার কোর্স

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি ভাষার কোর্স চালু হতে চলেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি ভাষায় ৫০ আসনের স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর অনুমোদন পেল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে বুধবার এই অনুমোদন আসে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপক রায় বলেন, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে সাঁওতালি ভাষায় স্নাতকোত্তরে পঠন-পাঠনের অনুমোদনের চিঠি এসে পৌঁছেছে। বরাদ্দ হয়েছে ৫০টি আসন। তিনজন গেস্ট টিচার নিয়োগ করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য বলেন, এই অঞ্চলের সাঁওতালি ভাষাভাষী মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সাঁওতালি ভাষা চালু হওয়ায় জন্য উচ্চ শিক্ষা দফতরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

মিথ্যাচার ফাঁস অমিতের

(প্রথম পাতার পর)

অমিত মিত্র আরও লেখেন, এই কৌশলী অপচেষ্টা বেকারদের সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বিজেপি সরকার অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমকেও দেখিয়েছে কর্মসংস্থান হিসেবে। এমনকী সপ্তাহে ১ ঘণ্টার কোনও কাজকরা ব্যক্তিকে কর্মে 'নিযুক্ত' বলে দেখানো হয়েছে। এর ফলে বেকার তালিকা থেকে সেইসব মানুষকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বেকারত্ব কমিয়ে দেখানো হয়েছে।

তাঁর প্রশ্ন, মোদি সরকার যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে, এই বিষয়ে বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। কেন্দ্র ২০২৩-'২৪ সালে দেশে ৪.৯ শতাংশ বেকারত্বের কথা বললেও, সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি জানিয়েছিল দেশে ৮.০৫ শতাংশ বেকার। অর্থাৎ মোদি সরকার আমাদের যা বিশ্বাস করাতে চায়, তার থেকে দ্বিগুণ বেকারত্ব দেশে। প্রকৃতপক্ষে, বেকারত্বের সংখ্যা ৪০ মিলিয়নের সীমা অতিক্রম করেছে, যা স্পেনের সমগ্র জনসংখ্যার কাছাকাছি। আশ্চর্যজনকভাবে, দেশের ৮৩ শতাংশ যুবসমাজ বেকার। কেন্দ্র এবার এই ঘাটতি দূর করুক এবং সত্যকে গোপন রাখা প্রবণতা থেকে দূর হটুক।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মিবর্গ মন্ত্রকেরই খবর, গত ১১ বছরে মোদি সরকারের আমলে দেশ জুড়ে মাত্র ২২ লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে দেশের যুবসমাজের মধ্যে বেড়েছে বেকারত্বের হার। গত জুন মাসে দেশে যুব সমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ শতাংশ।

চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : অবেশেষে খাঁচাবন্দি হল চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ। মাঝের ডাবরী চা-বাগানে চিতা বাঘের উৎপাত শুরু হয়। স্থানীয় শ্রমিক মহল্লাগুলো থেকে একে একে উধাও হয়ে যাচ্ছিল হাঁস, মুরগি, ছাগল। বাগান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে দিন কয়েক আগে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতে বন দফতর। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার রাতে ছাগল খেতে এসে ধরা পড়লো একটি পূর্ণ বয়স্ক মাদি চিতাবাঘ। মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে পাতা বনদফতরের খাঁচায় বন্দি হয় ওই চিতাবাঘটি। চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানায় বিগত কিছুদিন ধরে একাধিক চিতাবাঘ বক্সার জঙ্গল ছেড়ে মাঝেরডাবরি চা-বাগানে ঘাঁটি গেড়েছে। এমনকি ওই চা-বাগানের নালায় বাচ্চাও প্রসব করেছে। এর পাশাপাশি ওই বাগানে তিনজনকে চিতাবাঘ আক্রমণ করে জখমও করেছে। তারপর চা-বাগান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে চারটি খাঁচা পাতে বনদফতর।

সংসদ থেকে বাংলা, চক্রান্তে সরব তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

হেনস্থা করা হচ্ছে, তার সর্বাত্মক বিরোধিতা হবে। আপনারা জঙ্গি বলছেন? কাদের জঙ্গি বলা হচ্ছে? আজকেও গুজরাত এসটিএফ চারজন জঙ্গিকে ধরেছে। দু'জনকে গুজরাত থেকে আর দু'জনকে দিল্লি থেকে। এখানেই শেষ নয়, দিল্লির উপকণ্ঠে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে নজিরবিহীন ঘটনা। ওখান থেকে একজন ভুয়ো কূটনীতিক ধরা পড়েছে। যে সবার সামনে একটা ভুয়ো দূতাবাস চালায়! তার কাছ থেকে কুড়ি, তিরিশটি দেশের ভুয়ো নথি বের হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে? উত্তরপ্রদেশে হচ্ছে। গুজরাতে হচ্ছে। কারা করছে এসব? এরা তো বাংলাভাষী নয়? তাহলে বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে কেন? কুণাল স্পষ্ট করে বলেন, যদি কোনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঢুকে থাকে তো সে দায়টাও আপনাদের! কারণ, সীমান্তটা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ বিএসএফ পাহারা দেয়। আর বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি। এটা ভাবার সাহস আপনাদের কীভাবে হয়? এটা আগুন নিয়ে খেলা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এর জন্য যা যা করার সব করা হবে। আমরা পরিষ্কার বলছি— যে যে এলাকার লোকেদের বিজেপি রাজ্যে হেনস্থা করা হচ্ছে সেই এলাকার বিজেপি নেতাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমরা এর প্রতিবাদ জানাব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার এ-বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। জগদীপ ধনকড়ের পদত্যাগের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ করল কমিশন

ক্যাগ রিপোর্টে রেলের অনিয়ম

প্রশাসনিক অপদার্থতায় ৩ বছরে ক্ষতি ৫৪৩ কোটি

প্রতিবেদন: রেলের ব্যর্থতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চরম পরিণতি। সেইসঙ্গে আর্থিক অনিয়ম কেমন করে জাঁকিয়ে বসেছে মোদির রেলে, মিলল তারও অকাট্য প্রমাণ। ২০২০ থেকে ২০২৩— তিন বছরের মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ে মোট ৫৪৩ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ রিপোর্টে। গত সোমবার লোকসভায় পেশ করা হয়েছে এই উদ্বেগজনক রিপোর্ট, যেখানে রেলের অন্তত ২৫টি আর্থিক অনিয়মের ঘটনাকে দায়ী করা হয়েছে বিশাল অঙ্কের ক্ষতির জন্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি রেল জ়োন ব্যর্থ হয়েছে রাজস্ব আদায়ে। বিশেষ করে উত্তর রেল ৫টি সরকার পোষিত স্কুলের কাছে জমির লাইসেন্স বাবদ ১৪৮.৬১ কোটি টাকা আদায় করতে পারেনি, যা

ক্ষতির মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্ক। জমির বাজারমূল্যের ৬ শতাংশ হিসাবে টাকা আদায়ের সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়নি। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-মধ্য, পূর্ব উপকূল, পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য, পশ্চিম-মধ্য ও মধ্য রেলওয়ের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে জেলা খনিজ ফাউন্ডেশনের ৫৫.৫১ কোটি টাকা আদায়ে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে। এই তহবিল খনি এলাকা ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বার্থে ব্যবহার করার কথা ছিল।

এখানেই শেষ নয়, পূর্ব-মধ্য রেলের গাফিলতিতে আরও ৫০.৭৭ কোটি টাকার ক্ষতির কথা বলা হয়েছে রিপোর্টে। অন্যদিকে, দক্ষিণ রেল এবং ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বিশেষজ্ঞ মতামত ও পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত যাচাই ছাড়াই নীলগিরি মাউন্টেন রেলের জন্য ২৮টি মিটারগেজ কামরা তৈরি করেছে। এতে খরচ হয়েছে ২৭.৯১ কোটি টাকা, যার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্যাগ। দক্ষিণ-মধ্য রেল ২৩.১৬ কোটি টাকা খরচ করেছে এমন খাতে, যা যথাযথ পরিকল্পনা থাকলে এড়ানো যেত। মধ্য রেলওয়ে, ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের কাজে ১৫.৬২ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করেছে, যা নির্দেশ না মেনে ব্যয় করা হয়েছে বলে মন্তব্য ক্যাগ-এর। অর্থাৎ পদেপদে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে নিয়ম-কানুনকে। সেইসঙ্গে প্রকটা হয়ে উঠেছে প্রশাসনিক ব্যর্থতাও।

বাংলা ও বাঙালির কণ্ঠরোধ করতে পারবে না মোদি সরকার

বিজেপির ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদ তৃণমূলের বিক্ষোভে উত্তাল সংসদ

প্রতিবেদন : বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে বুধবার সংসদে ঝড় তুলল তৃণমূল। বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল সাংসদেরা। সংসদ শুরুর আগে সরকারের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বিরোধীদের তোলা সব ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনা করবে সরকার। তাদের এই আশ্বাস যে সম্পূর্ণ মিথ্যে, তার প্রমাণ মিলেছে বুধবার, সংসদের বাদল অধিবেশনে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একাধিক সাংসদ মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেশ করে ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের উপরে হওয়া নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান। সংসদের ২৬৭ ধারায় এই নোটিশ পেশ করে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনায় দাবি জানান তৃণমূল সাংসদেরা। কিন্তু তাঁদের প্রস্তাব খারিজ করে দেয় সরকার। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল সাংসদরা। সংসদের ভিতরে ও বাইরে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদেরা। এই বিক্ষোভে শামিল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত

বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সংসদে বিরোধীদের পেশ করা নোটিশ খারিজ করা যায়, কিন্তু মানুষের আন্দোলনকে রোখা যায় না। বাংলা ও বাঙালির কণ্ঠরোধ করতে পারবে না মোদি সরকার।

কেন্দ্রকে এক হাত নিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও। তাঁর অভিযোগ, সংসদে যাতে কোনওভাবেই বিরোধীদের তোলা ইস্যু প্রাধান্য না পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় অধিবেশনকে অচল করে রাখছে মোদি সরকার। বুধবার লোকসভা ও রাজ্যসভা— দুই কক্ষেই সংসদের অধিবেশন সারাদিনের জন্য মুলতুবি করে দিয়ে পালানোর পথ খুঁজেছে মোদি সরকার। তাঁর তোপ, সরকার পালাতে চাইছে, ওদের কাছে কোনও জবাব নেই, তাই ওরা সংসদ ভণ্ডুল করছে। বুধবার অপারেশন সিঁদুর, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন ইস্যুকে হাতিয়ার করে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধী শিবির। এদিন কংগ্রেসের তরফে বাঙালি নির্যাতন ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয়েছে।

তৃণমূলের চাপে মাথা নোয়াল কেন্দ্র

সিঁদুর নিয়ে সংসদে আলোচনা সোম ও মঙ্গলবার

প্রতিবেদন: মোদি সরকারের দীর্ঘ টালবাহানার পরে অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে আগামী সপ্তাহে সংসদে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় আলোচনা হবে স্থির হয়েছে। বুধবার উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের এককাট্টা অবস্থানের সামনে কার্যত মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে মোদি সরকার। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অবশ্য সাফ জানিয়েছেন, আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিজেপির ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আলোচনায়। আজ বৃহস্পতিবারই সংসদে এই আলোচনা শুরু হোক। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের ইস্তফার পর রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ বুধবার ১২.৩০ নাগাদ উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডাকেন। চাপে পড়েই সরকার আগামী সপ্তাহে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা হবে বলে স্থির করেছে। সোমবার লোকসভায় এবং মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সিঁদুর ইস্যুতে আলোচনা হবে। আলোচনার জন্য ১৬ ঘণ্টা ধার্য করেছে মোদি সরকার। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ব্রায়েন, কংগ্রেসের সাংসদ জয়রাম রমেশ, আপের সঞ্জয় সিং ও ডিএমকে ত্রিচুড়াশিভাকে কেন্দ্রের তরফে ডাকা হয়েছিল। উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে নিয়ে য়ে ভাবে মোদি সরকারের টালবাহানা করেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে বৈঠকে তুলে ধরে বিরোধী শিবির।

বসন্তকুঞ্জের জল, বিদ্যুৎ ফেরানোর দাবি

প্রতিবেদন: দিল্লি বসন্তকুঞ্জ জয়হিন্দ কলোনির হাজার হাজার বাঙালি পরিয়ায়ী শ্রমিক অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। জল, বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেওয়ায় অত্যন্ত সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কয়েকশো শিশু মহিলা, এমনকি অস্থায়ী জলের ট্যাঙ্কে এর পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় দ্রুত জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করা হোক। তাঁদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। বুধবার সংসদে এই দাবি তুললেন তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। এদিন দার্জিলিং নিয়েও সংসদে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কেন্দ্রের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কি ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বিভিন্ন ঘিঞ্জি এলাকা দিয়ে চলছে? তাঁর দাবি, যদি তাই হয় তাহলে সেই ঘিঞ্জি জনবসতি এলাকগুলির নাম প্রকাশ কর হোক। জুন মালিয়ার দাবি সব মিলিয়ে কত কিলোমিটার রেলপথ এভাবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের গাঁ ঘেঁষে রয়েছে?

গোষ্ঠী-সংঘর্ষে আবার অগ্নিগর্ভ মণিপুর, হত ৫

প্রতিবেদন : মেইতিদের সঙ্গে কুকিদের সংঘর্ষ নয়, এবারে কুকিদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল মণিপুর। মঙ্গলবার দু-পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল ৫ জঙ্গির। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নিহত ৫ জন চিন কুকি মিজো আর্মির সদস্য। আগে কুকি ন্যাশনাল আর্মির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকলেও বছর দুয়েক আগে ভাঙন ধরে সংগঠনে। তৈরি হয় চিন কুকি মিজো আর্মি নামে নতুন সংগঠন। মঙ্গলবার দু-পক্ষের লড়াই বাধে নোনি জেলায়। জেলা সদর নুংবা থেকে ৫০ কিমি দক্ষিণে। দেইভেংজাং জঙ্গলে ঘনঘন শোনা যায় গুলিবৃষ্টির শব্দ। ঘটনাস্থল কার্যত বিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ায় প্রশাসনের কাছে খবর এসে পৌঁছোয় অনেক দেরিতে। ফলে পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীর অকুস্থলে পৌঁছতেও অনেক দেরি হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভারত-মায়ানমার সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই কুকিদের ২ গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংঘর্ষ। লক্ষণীয়, ২০২৩-এর মে থেকে লাগাতার হিংসা চলে আসছে মণিপুরে। প্রাণ হারিয়েছেন ২৫০-রও বেশি মানুষ। ঘরছাড়া প্রায় ৬০,০০০। শান্তি ফেরাতে বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরে রাজ্যে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। কিন্তু তার পরেও শান্ত হয়নি মণিপুর। সমাধানসূত্রের খোঁজে সাসপেনশন অফ অপারেশন চুক্তি হয় কয়েকটি কুকি সংগঠনের সঙ্গে। কিন্তু চিন কুকি মিজো আর্মি কিংবা ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি এই চুক্তির আওতায় নেই।

আবার আমেদাবাদে মে ডে কল, আগুন ইন্ডিগো বিমানে

প্রতিবেদন: আবার সেই আমেদাবাদ। আবার মে ডে কল। উস্কে দিল ১২ জুনের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতিকে। এবার আগুন লাগল ইন্ডিগোর বিমানের ইঞ্জিনে। ৬০ যাত্রী-সহ অল্পের জন্য রক্ষা পেল বিমানটি। আমেদাবাদ থেকে দিউ-এর পথে সবেমাত্র আকাশে উড়েছিল ৬ই৭৯৬৬ বিমান। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মে ডে কল পাঠালেন পাইলট। তবে আগুন নিয়েই শেষ পর্যন্ত বিমানটিকে রানওয়েতে ফেরাতে সফল হয়েছেন পাইলট। ৬০ জন যাত্রীই অক্ষত। বুধবার সকাল ১১টার ঘটনা। ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আহমেদাবাদ থেকে দিউ যাওয়ার পথে ইন্ডিগোর বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। নিয়ম মেনে তা কর্তৃপক্ষকে জানান পাইলট। বিমানটিকে ফিরিয়ে আনেন রানওয়েতে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার পরে তা আবার ব্যবহার করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার রীতিমতো আতঙ্ক দেখা দেয় যাত্রীদের মধ্যে। লক্ষণীয়, গত সোমবারই গোয়া থেকে ইন্দোর যাওয়ার পথে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছিল ইন্ডিগোর বিমানেই। তার আগে ১২ জুন আমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ে। সবমিলিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ২৬০ জন।

ভুল দেহ, শেষকৃত্য অনুষ্ঠান বাতিল ২ ব্রিটিশ পরিবারের

খবর এখন: এয়ার ইন্ডিয়া বিমান এআই-১৭১ দুর্ঘটনার পর নিহতদের পরিচয় শনাক্তে গাফিলতির অভিযোগ ব্রিটেনের দুই পরিবারের। দাবি, তাঁদের আত্মীয়ের দেহ বলে যে কফিন পাঠানো হয়েছে, তাতে থাকা দেহাবশেষের সঙ্গে মৃতের ডিএনএ মেলেনি। ফলে 'ভুল দেহ' পাঠানোর অভিযোগে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে নিহতদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ঘিরে। মৃতদের একাধিক অংশ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক কফিনে— ব্রিটেনের আদালতে এমনই দাবি আইনজীবীদের। ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কফিনে থাকা দেহাংশ ওই পরিবারের সদস্যের নয়। শেষকৃত্যানুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হন এক পরিবার। তাঁদের আইনজীবী বলেন, এই ঘটনা শুধু দুঃখজনক নয়, ভয়ানক। পরিবারগুলি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। অভিযোগ, আত্মীয়দের দেহের সঙ্গে একাধিক 'অজানা' দেহাংশও পাঠানো হয়েছে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, সব প্রটোকল মেনে পরিচয় শনাক্ত করার পর মরদেহ কফিনবন্দি করে পাঠানো হয়েছিল। তবে এই বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখে চলছি।

বাথরুমে ক্যামেরা

প্রতিবেদন: কী হাল যোগীর প্রশাসনের! গোরক্ষপুরে মহিলা পুলিশের ট্রেনিং সেন্টারের বাথরুমেই লাগানো ছিল গোপন ক্যামেরা। নজরে পড়ে এক ট্রেনির। ৬০০ হবু মহিলা পুলিশ জানতে পেরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় রাস্তায় নেমে। দোষী এখনও গ্রেফতার করা হয়নি।

আয়ারল্যান্ডে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হলেন এক ভারতীয়। আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনের রাস্তায় ফেলে ওই ভারতীয় ব্যক্তিকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, একদল তরুণ ওই ভারতীয়কে মারধর করে নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দেয়। প্রাথমিক অনুমান, এটি বর্ণবিদ্বেষের ঘটনা

বিদ্রোহ এবার শাসক শিবিরেই

তুঘলকি ফরমান, কমিশন রাজ্যের ইতিহাস, ভূগোল জানে না : তোপ জেডিইউ সাংসদের

বিহারে নির্বাচনী তালিকা সংশোধন

প্রতিবেদন: বিহারের নির্বাচনী তালিকা সংশোধন নিয়ে এবার তুমুল ক্ষোভ বিজেপি জোটেই। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ'র মধ্যেই বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের অতি-সক্রিয়তা নিয়ে তীব্র মতান্তর দেখা দিয়েছে। কার্যত বিরোধী শিবিরের বক্তব্যের সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে শাসক জোটের জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগের সুর।

এই বছরের শেষের দিকে নির্ধারিত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে বিজেপির জোটসঙ্গী তথা রাজ্যের শাসক দল জেডিইউ-এর সাংসদ গিরিধারী যাদব বুধবার বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের এই অনুশীলন একটি তুঘলকি ফরমান ছাড়া কিছু নয়। তাঁর নিজেরই প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করতে ১০ দিন সময় লেগেছে বলে জানান জেডিইউ নেতা। সংসদের

বাইরে সংবাদসংস্থার সঙ্গে কথা বলার সময় বাঁকার এই সাংসদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের কোনও ব্যবহারিক জ্ঞান নেই। তারা বিহারের ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না; সর্বোপরি তারা কিছুই জানে না।

সংসদের চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে। গিরিধারী যাদব প্রশ্ন তোলেন যে এই বর্ষাকালে, যখন গ্রামেগঞ্জে চাষাবাদ চলছে, তখন একজন কীভাবে এসআইআর-এর জন্য প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করবেন? সাংসদ বলেন, আমার সমস্ত নথি জোগাড় করতে ১০ দিন সময় লেগেছে। আমার ছেলে আমেরিকায় থাকে। সে মাত্র এক মাসের মধ্যে কীভাবে স্বাক্ষর করবে? শাসক জোটের সাংসদ বলেন, এসআইআর আমাদের উপর জোর করে চাপানো হয়েছে। তাঁর যুক্তি, নির্বাচন কমিশনকে যদি এটি করতেই হত, তাদের এই কাজের জন্য ছয় মাস সময় নেওয়া উচিত ছিল। বিজেপি শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলে খোদ নীতীশের দলের নেতা বলেন, ইয়ে তুঘলকি ফরমান হ্যায় চুনাব আয়োগ কা। সেইসাথে সাংসদ জানান, এই মতামত তাঁর ব্যক্তিগত। পাশাপাশি তাঁর মন্তব্য, যদি আমি সত্য বলতে না পারি, তাহলে আমি কেন সাংসদ হয়েছি?

জেডিইউ সাংসদের এই মন্তব্য বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের বিধানসভায় দেওয়া যুক্তির সঙ্গেই হুবহু মিলে গিয়েছে। তেজস্বী বিহার বিধানসভায় বলেছিলেন, আমরা এসআইআর নিয়ে এ-ধরনের তড়িঘড়ি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

৫২ লক্ষ নাম বাদ নিয়ে তোলপাড় বিধানসভা, উত্তাপ ছড়াল সংসদেও

প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা ইস্যুতেই এখন তোলপাড় হচ্ছে বিহার বিধানসভা। কমিশনের পদক্ষেপ ঘিরে উত্তাপের আঁচ পড়েছে লোকসভাতেও। বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, বিজেপির রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণে ভোটচুরির উদ্দেশ্যেই পদক্ষেপ করছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে ভোটার তালিকার সংশোধনী থেকে ৫২ লক্ষ নাম বাদ নিয়ে বুধবার ফের তোলপাড় হয় বিহার বিধানসভা। বাদানুবাদে জড়ান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। বিধানসভার পাশাপাশি বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে সংসদেও আলোচনার দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী সাংসদদের দাবি, মোদি সরকারের কথাতেই বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়া ঠিক ভোটের আগেই শুরু করছে কমিশন। আসলে লক্ষ্য ভোট চুরি। বুধবার সংসদে বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সংসদের মকরদ্বারের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। সংসদের পাশাপাশি ব্যাপক শোরগোল চলে বিহার বিধানসভাতেও। কমিশনের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর তোপ, এখন বর্ষাকাল। এই সময় কীভাবে সাধারণ মানুষ ফর্ম ফিল আপ করবে? কেন আধার সংযুক্তীকরণ এবং রেশন কার্ড সংযুক্তীকরণ হচ্ছে না? মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বিঁধে তেজস্বী যাদব বলেন, কমিশনের উচিত নিরপেক্ষভাবে কাজ করা। গতবার যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা কি ভুয়ো ভোটার? তাহলে নীতীশ কুমার কি ভুয়ো ভোটারদের ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন?

দেশে দারিদ্র্য হ্রাস নিয়ে সর্বশেষ তথ্য দিতেই পারল না কেন্দ্র!

প্রতিবেদন: দেশের দারিদ্র্য হ্রাস নিয়ে সর্বশেষ তথ্যই নেই কেন্দ্রের কাছে। লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী প্রশ্ন করেছিলেন, সরকারের কাছে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশের দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে (বিপিএল) পরিবার সংক্রান্ত কোন তথ্য আছে কি? যদি থাকে, তাহলে গত পাঁচ বছরের বিবরণ দিন। প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিমুবেন জয়ন্তীভাই বাম্বানিয়া নির্দিষ্ট তথ্যের পরিবর্তে জানিয়েছেন, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৯-২১ এর মধ্যে ১৩৫.৫ মিলিয়ন (১৩.৫৫ কোটি) মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের লিখিত প্রশ্নে মন্ত্রী জানান, ২০২১ সালে ভারত সরকার দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য একটি ব্যাপক সূচক, বহুমুখী দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) তৈরি করেছে। এই সূচকটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান-এর মতো মাত্রাগুলিতে ১২টি সূচকের মাধ্যমে দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিক পরিমাপ করে। এটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সংখ্যা এবং তাদের বঞ্চনার মাত্রা উভয়ই পরিমাপ করে।

কলকাতা মেট্রো রক্ষণাবেক্ষণে ৫ বছরে মাত্র ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ

প্রতিবেদন: ফের বাংলাকে বঞ্চনা। নামমাত্র বরাদ্দ কলকাতা মেট্রোর জন্য। গত ৫ বছরে কলকাতা মেট্রোর বিভিন্ন সম্পদ যেমন প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন, রেলওয়ে ট্র্যাক, শেড ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাত্র ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেলমন্ত্রী জানান, কলকাতায় মেট্রো প্রকল্পের কাজ ১৯৭২ সালে শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৬৯ কিলোমিটার মেট্রো লাইন তৈরি করা হয়েছে। ১৯৭২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত (৪২ বছরে) ২৮ কিলোমিটার মেট্রো লাইন তৈরি হয়েছিল, যার জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫,৯৮১ কোটি টাকা। ২০১৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত (১১ বছরে) ৪১ কিলোমিটার মেট্রো লাইন তৈরি হয়েছে, যার বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৫,৫৯৩ কোটি টাকা। বর্তমানে কলকাতায় মোট ৫৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মেট্রো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের তিন শিল্পী-সাংসদ। লোকসভার সদস্য জুন মালিয়া, দীপক অধিকারী ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে বুধবার।

রুশ তেল কেনা নিয়ে ভারত ও চিনকে হুমকি আমেরিকার

প্রতিবেদন: রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ভারত ও চিনকে হুমকি মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের। তিনি দুই দেশকে সতর্ক করে বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের মধ্যে যদি মস্কোর বাণিজ্য অংশীদাররা (যার মধ্যে ভারত ও চিনও রয়েছে) রুশ তেল কেনা বন্ধ না করে, তবে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করবেন।

রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা জানান, যারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কিয়েভের বিরুদ্ধে অভিযানকে আরও ইন্ধন জোগাচ্ছে, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন তেল-সম্পর্কিত আমদানির উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছে । এর আগে গ্রাহাম একটি প্রস্তাবে বলেন, ভারত ও চিন-সহ রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া দেশগুলির পণ্যের উপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা উচিত।

শুল্ক ছাড় ও অন্তর্বর্তী চুক্তি নিয়ে সক্রিয়তা

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক সম্পর্ক

প্রতিবেদন: দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির শর্তাবলি চূড়ান্ত করতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। ভারত-আমেরিকার মধ্যে পঞ্চম দফার বাণিজ্য আলোচনা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ১৪ থেকে ১৭ জুলাই ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দুই দেশের আলোচকরা কৃষি ও অটোমোবাইল খাতে শুল্ক ছাড়, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম সহ একাধিক ক্ষেত্রে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক কমানো, এবং শ্রমনিবিড় খাতের জন্য শুল্ক ছাড়ের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তিন দিনব্যাপী বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল। আলোচনায় ভারতের পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ২৬ শতাংশ অতিরিক্ত পারস্পরিক শুল্ক এবং ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম (৫০ শতাংশ), ও অটোমোবাইল (২৫ শতাংশ) খাতে আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

একইভাবে কৃষি ও গাড়ি উৎপাদনখাতেও শুল্ক ছাড় চাইছে ভারত। এর পাশাপাশি টেক্সটাইল, রত্ন ও অলঙ্কার, চর্মজাত সামগ্রী, বস্ত্র, প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, চিংড়ি, তৈলবীজ, আঙুর এবং কলার মতো শ্রমনিবিড় পণ্যের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়ের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকার দাবি, ভারত যেন কৃষি ও দুগ্ধ খাতে আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয় এবং প্রযুক্তি পণ্যে মার্কিন সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেয়।

এবারের বৈঠকে কৃষি, অটোমোবাইল, নন-মার্কেট ইকোনমি, ও এসসিওএমইটি (বিশেষ রাসায়নিক, উপকরণ ও প্রযুক্তি) পণ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী আলোচনা শেষে প্রতিনিধিরা ভারতে ফিরে এসেছেন এবং সরকারি সূত্রের দাবি অনুযায়ী, আপাতত ভার্চুয়াল মাধ্যমেই আলোচনা অব্যাহত থাকবে। দুই পক্ষ দুটি চুক্তিভিত্তিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে আলোচনা চালাচ্ছে। এর একটি ১৩ ফেব্রুয়ারির যৌথ বিবৃতি, যেখানে ২০২৫ সালের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) চূড়ান্ত করার কথা রয়েছে, অপরটি গত ২১ এপ্রিল ভারতে সফরকালে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্মত শর্ত বা টার্মস অব রেফারেন্স। ১ আগস্টের আগে কোনও সমঝোতা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক কার্যকর করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত চুক্তির আগে অন্তর্বর্তী সমঝোতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ইতিমধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী পাল্টা শুল্ক আরোপের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। সূত্রের খবর, আলোচনা জরুরি পর্যায়ে রয়েছে এবং খুব শিগগিরই ভারত-আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্তরে অন্তর্বর্তী চুক্তি হতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধনপত সিং দুগার এবং লক্ষ্মীপত সিং দুগার নির্মিত কাঠগোলা প্রাসাদ একটি মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য। বর্তমানে এটা একটা জাদুঘর। এখানে দেখা যায় শিল্প ও স্থাপত্যের নিখুঁত মিশ্রণ। মুর্শিদাবাদ গেলে ঘুরে আসতে পারেন

ঘুরে আসুন আম্বোলি ঘাট

মনোরম হিল স্টেশন আম্বোলি ঘাট। অবস্থিত মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ে। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রয়েছে ঐতিহাসিক তাৎপর্যও। বর্ষার মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলার আম্বোলি ঘাট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬৯০ মিটার উচ্চতায়, সহ্যাদ্রি পাহাড়ে অবস্থিত। মনোরম হিল স্টেশন। সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঝর্নাধারা এবং প্রচুর জীববৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত। এটা কোঙ্কণ উপকূলীয় অঞ্চল শুরু হওয়ার আগে শেষ হিল স্টেশন। বার্ষিক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, আম্বোলিকে 'মহারাষ্ট্রের চেরাপুঞ্জি' বলা হয়।

আম্বোলি জীববৈচিত্র্যের এক ভাণ্ডার। ৩৫টিরও বেশি স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২০০ প্রজাতির পাখি, ১৫০ প্রজাতির প্রজাপতি এবং ৪৫টিরও বেশি প্রজাতির সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী বাস করে। মালাবার গ্লাইডিং ফ্রগ, মালাবার পিট ভাইপার এবং বিপন্ন আম্বোলি বুশ ফ্রগের মতো অনন্য প্রাণী এই অঞ্চলে দেখা যায়। করা যায় জঙ্গল সাফারি।

বর্ষাকালে, আম্বোলি ঘাট একটি সবুজ স্বর্গে রূপান্তরিত হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ঝর্না এবং নদীগুলি জলে ভরা যায়। প্রকৃতিপ্রেমী এবং অ্যাডভেঞ্চার সন্ধানীদের কাছে আম্বোলি আদর্শ গন্তব্যস্থল হয়ে ওঠে।

আম্বোলি ঘাট জলপ্রপাত

বেশকিছু জলপ্রপাত আছে। সেইগুলোর মধ্যে অন্যতম আম্বোলি জলপ্রপাত। বাস স্ট্যান্ড থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দূর-দূরান্তের বহু মানুষ দেখতে আসেন। ঘন বনের মাঝখানে অবস্থিত জলপ্রপাতটি পাথুরে ভূগর্ভস্থ জলধারার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বাতাসে শীতল কুয়াশা এবং জল পড়ার ছন্দোময় শব্দ মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা তৈরি করে। বর্ষার মরশুমে জলপ্রপাতের তীব্রতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়।

আম্বোলি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, নাঙ্গারতা জলপ্রপাত। একটি সরু গিরিখাত থেকে বেরিয়ে আসে এবং ৪০ ফুট উচ্চতা থেকে নামে। বর্ষাকালে এর প্রবাহ তীব্র হয়, যা উপত্যকার মধ্য দিয়ে একটি জোরে এবং বজ্রধ্বনি সৃষ্টি করে। জলপ্রপাতটি দেখার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম এবং একটি সেতু রয়েছে। ছবি তোলা যায়। চারপাশের সবুজ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ এই জলপ্রপাতের জাদুকরী আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

আম্বোলি এবং নাঙ্গারতা জলপ্রপাত ছাড়াও, এই অঞ্চলে আরও বেশ কয়েকটি মৌসুমি জলপ্রপাত রয়েছে। সেগুলো ভারী বৃষ্টিপাতের সময় হঠাৎ দেখা দেয়। এর মধ্যে কিছু ঘন বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এছাড়াও আছে ধাবদা জলপ্রপাত।

হিরণ্যকেশী মন্দির

আম্বোলি থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হিরণ্যকেশী মন্দির। ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি পবিত্র স্থান। মন্দিরটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অপরিসীম। কারণ এটা একটা গুহার চারপাশে নির্মিত, যেখানে হিরণ্যকেশী নদী উৎপন্ন হয়েছে। চুনাপাথরের গুহা থেকে নির্গত নদীটি একটি ছোট পুকুর তৈরি করে এবং নিচে প্রবাহিত হয়। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী সরল কিন্তু মার্জিত, যা এর প্রাচীন শিকড় এবং ধর্মীয় গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। ঘন বন এবং শান্ত পরিবেশে ঘেরা, মন্দিরটি ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের ধ্যান ও প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত স্থান। মন্দিরে যাত্রাও সমানভাবে আনন্দদায়ক। কারণ পথটি সবুজে ভরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে যায়।

আম্বোলি ঘাটে আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম মহাদেবগড় পয়েন্ট। এই ভিউপয়েন্টটি সহ্যাদ্রি পাহাড় এবং আশেপাশের উপত্যকার অত্যাশ্চর্য মনোরম দৃশ্যের জন্য পরিচিত। পরিষ্কার দিনে, দর্শনার্থীরা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ বিস্তৃতি দেখতে পান। অন্যদিকে বর্ষাকালে, পাহাড়ের উপর মেঘ এবং কুয়াশা ভেসে বেড়ানোর ফলে দৃশ্যটি আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। একটি স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি করে।

আম্বোলির ভিউপয়েন্টগুলির মধ্যে অন্যতম কাভলেসাদ পয়েন্ট। বর্ষাকালে পুরো উপত্যকা ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে। দর্শনার্থীরা প্রায়শই মেঘের উপরে ভেসে থাকার অনুভূতি পান। এখানে রয়েছে একটি ঝর্না।

শিরগাঁওকর ভিউপয়েন্টটি ফটোগ্রাফিপ্রেমীদের জন্য একটি স্বর্গ। এখান থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় আকাশ কমলা, গোলাপি এবং বেগুনি রঙে রাঙা হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে আম্বোলির। ব্রিটিশ আমলে ভেঙ্গুর্লা-বেলগাঁও বাণিজ্য রুটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করত। ১৮৮০-এর দশকে কর্নেল ওয়েস্ট্রপ-সহ ব্রিটিশ অফিসাররা এর সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আছে মাধবগড় দুর্গ। এই অঞ্চলের অতীতের এক ঝলক দেখায়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও, দুর্গটি মারাঠা সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সবমিলিয়ে বর্ষার মরশুমে সপরিবার বেড়ানোর আদর্শ জায়গা।

কীভাবে যাবেন?

বিমান, রেল এবং সড়কপথে সুসংযুক্ত। নিকটতম বিমানবন্দর গোয়ার ডাবোলিম। প্রায় ১০১ কিলোমিটার দূরে। বিমানবন্দর থেকে আম্বোলি পৌঁছানোর জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করা যেতে পারে। এছাড়াও আছে বাস। নিকটতম রেলস্টেশন সাওয়ান্তওয়াড়ি রোড। আম্বোলি থেকে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রধান শহরগুলি থেকে নিয়মিত ট্রেন এখানে থামে এবং পরবর্তী যাত্রার জন্য ট্যাক্সি বা বাস সহজেই পাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

আম্বোলিতে আছে বেশকিছু হোটেল এবং হোমস্টে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। ট্রাই করবেন স্থানীয় খাবার।

৯ বছরের দাম্পত্য জীবনে ইতি টানলেন ফুটবল তারকা বাস্তিয়ান শোয়াইনস্টাইগার ও টেনিস তারকা আনা ইভানোভিচ

ঋষভের চোটে অশনিসংকেত

জোড়া হাফ সেঞ্চুরি যশস্বী ও সুদর্শনের

ভারত ২৬৪/৪ (প্রথম ইনিংস)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : স্যুইং-সহায়ক পরিবেশে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করার পর, দিনের শেষে রান ৪ উইকেটে ২৬৪। যে কোনও অধিনায়কেরই স্বস্তিতে থাকার কথা।

কিন্তু শুভমন গিল সিঁদুরে মেঘ দেখছেন! কারণ ঋষভ পন্থ। ভারতীয় ইনিংসের ৬৮তম ওভারে ক্রিস ওকসের ফুলটস বল রিভার্স স্যুইপ মারতে গিয়েছিলেন শুভমনের ডেপুটি। ব্যাটের ফাঁক গলে বল আছড়ে পড়ে ঋষভের ডান পায়ে! যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আর নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারেননি। ফিজিও-র প্রাথমিক চিকিৎসার পর, মেডিক্যাল কার্টে চেপে মাঠ ছাড়েন। ঋষভের ডান পায়ের গোড়ালি অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে রয়েছে। যা পরিস্থিতি, তাতে এই টেস্টে তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন কি না সংশয় আছে!

অথচ ঋষভ চোট পাওয়ার আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি অনেকটাই ভারতের অনুকূলে ছিল। সাই সুদর্শনের সঙ্গে চমৎকার একটা জুটি গড়ছিলেন ঋষভ। ৪৮ বলে ৩৭ রানে ব্যাট করছিলেন। ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাত! চাপ আরও বাড়িয়ে দেন সুদর্শন। করুণ নায়ারের জায়গায় দলে ফের সুদর্শন দারুণ ব্যাট করছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ৬১ রানে অহেতুক পুল মারতে গিয়ে বেন স্টোকসকে উইকেট উপহার দিয়ে এলেন। দিনের বাকি সময়টা অবশ্য কাটিয়ে দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও শার্দূল ঠাকুর। দুজনেই ১৯ রানে ব্যাট করছেন।

আগের দিন রাতে বৃষ্টি না হলেও, বুধবার সকাল থেকেই ম্যাঞ্চেস্টারের আকাশের মুখ ছিল ভার। মেঘলা পরিবেশে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন স্টোকস। তবে প্রথম সেশনে ইংল্যান্ডের বোলারদের হতাশ করেন যশস্বী জয়সওয়াল ও কে এল রাহুল। বল বেশ ভালই স্যুইং করছিল। যশস্বী তো বেশ কয়েকবার অফস্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিতে দিতে বেঁচে গেলেন। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে লড়েও গেলেন। উইকেটের অন্যপ্রান্তে জমাট ব্যাটিং করছিলেন রাহুল। বেশ কিছু দর্শনীয় শট বেরিয়েছে ডানহাতি কর্নাটকির ব্যাট থেকে। লাঞ্চের সময় কোনও উইকেট না হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৭৮ রান তুলে ফেলেছিল ভারত।

কিন্তু লাঞ্চের পর ব্যক্তিগত ৪৬ রানে ওকসের বলে দ্বিতীয় স্লিপে জ্যাক ক্রলির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রাহুল। দলের রান তখন ৯৪। ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর, বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি যশস্বীও। আট বছর পর টেস্ট খেলতে নামা লিয়াম ডসনের বলে স্লিপে হ্যারি ব্রুকের হাতে ধরা পড়েন তিনি। যশস্বীর ১০৭ বলে ৫৮ রানের লড়াকু ইনিংস সাজানো ছিল ১০টি চার ও ১টি ছয় দিয়ে। চাপ আরও বাড়ে শুভমন আউট হলে। লর্ডসের দু ইনিংসেই ব্যর্থ হওয়ার পর, আরও একবার হতাশ করলেন ভারত অধিনায়ক। মাত্র ১২ রান করে স্টোকসের বলে এলবিডব্লু হন তিনি।ওই পরিস্থিতিতে জুটি বেঁধেছিলেন ঋষভ ও সুদর্শন।

যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ঋষভ। (ইনসেটে) ফুলে ওঠা পা। বুধবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে।

অংশুলের মধ্যে জাহির-বুমরার ছায়া দেখেছেন দাবি অশ্বিনের

অভিষেক টেস্ট ক্যাপ হাতে অংশুল।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : ইঙ্গিতটা আগেই দিয়েছিলেন শুভমন গিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টারেই টেস্ট অভিষেক ঘটল অংশুল কম্বোজের। বুধবার তরুণ পেসারের হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন দীপ দাশগুপ্ত। আহত আকাশ দীপের বদলে দলে ঢুকেছেন অংশুল। এছাড়া আরও দু'টি বদল হয়েছে ভারতীয় দলে। করুণ নায়ার ও নীতীশ রেড্ডির বদলে এসেছেন সাই সুদর্শন ও শার্দূল ঠাকুর। এদিকে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের দিনেই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কাছ থেকে দরাজ সার্টিফিকেট পেয়েছেন অংশুল। ২৪ বছর বয়সি ডানহাতি পেসারের মধ্যে জাহির খান ও জসপ্রীত বুমরার গুণ রয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন স্পিনার। ভারতের হয়ে পাঁচশোর বেশি টেস্ট উইকেট নেওয়া অশ্বিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, অংশুলের সবথেকে বড় গুণ হল, নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা বুঝতে পারে। মাঠে নেমে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হয়, সেটাও জানে। জাহিরেরও এই দুটো গুণ ছিল। যা বুমরার মধ্যেও রয়েছে। বুমরা পরিকল্পনা বোঝে এবং নিখুঁতভাবে তা কাজে লাগায়। অংশুলও এই ঘরানার বোলার। অশ্বিন আরও বলেছেন, আমি অনেক জোরে বোলারকে দেখেছি, যাদের কাছে পরিকল্পনা জানতে চাইলে বলবে, নিজের খেলা উপভোগ করতে চায়। কিন্তু অংশুল পরিকল্পনা বোঝে। এছাড়া অংশুলের লেংথ খুব ভাল। কবজির পজিশনও। আইপিএলে দেখেছি, টানা সঠিক লেংথে বল করে যেতে পারে। লম্বা স্পেল করার ক্ষমতাও অংশুলের আছে। আমার বিশ্বাস, বুমরা ও সিরাজের যোগ্য পার্টনার হওয়ার গুণ অংশুলের আছে।

ম্যাঞ্চেস্টারে সম্মানিত ইঞ্জিনিয়ার ও লয়েড

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : দুই কিংবদন্তি স্যার ক্লাইভ লয়েড ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ারকে সম্মান জানাল ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি। আগেই খবর ছিল, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড স্টেডিয়ামের দু'টি স্ট্যান্ডের নামকরণ হবে ইঞ্জিনিয়ার এবং লয়েডের নামে। বুধবার ভারত বনাম ইংল্যান্ডের চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শুরুর আগে, নিজেদের নামাঙ্কিত দু'টি স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করেন ইঞ্জিনিয়ার ও লয়েড।

নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের সামনে দুই কিংবদন্তি।

ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টির চেয়ারম্যান অ্যান্ডি অ্যানসন নিজের ভাষণে বলেন, স্যার ক্লাইভ লয়েড এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাউন্টির ইতিহাসে অমর দুই ব্যক্তিত্ব। ওঁদের মতো কিংবদন্তিদের সম্মান জানাতে পেরে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি গর্বিত। আমরা সব সময় নিজেদের অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্ব বোধ করি। প্রাক্তনদের সম্মান করি।

প্রসঙ্গত, ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে চুটিয়ে খেলেছেন। ১৭৫ ম্যাচে ব্যাট হাতে প্রায় ছ'হাজার রান করার পাশাপাশি, ৪২৯টি ক্যাচ ও ৩৫টি স্টাম্পিংও করেছেন। পরে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টির সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন। অন্যদিকে, জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লয়েড টানা ১৬টি মরশুম ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলেছেন। অন্যদিকে, জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লয়েড টানা ১৬টি মরশুম ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলেছেন। অন্যদিকে, জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লয়েড টানা ১৬টি মরশুম ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলেছেন।

হরমনের নজর এবার বিশ্বকাপে

চেস্টার লে স্ট্রিট, ২৩ জুলাই : টি-২০ সিরিজের পর এবার একদিনের সিরিজ জয়। হরমনপ্রীত কৌর সাফ জানাচ্ছেন, এই সাফল্য তাঁদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে। শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১৩ রানে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ জিতেছে ভারত। হরমনপ্রীতের অনবদ্য সেঞ্চুরির (৮৪ বলে ১০২ রান) সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১৮ রান তুলেছিল ভারত। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৯.৫ ওভারে ৩০৫ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৫২ রানে ৬ উইকেট নেন ভারতীয় পেসার ক্রান্তি গৌড়। ম্যাচের সেরার পুরস্কার ক্রান্তির সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন হরমনপ্রীত। তাঁর বক্তব্য, অনেকদিন ধরেই একজন জোরে বোলারের খোঁজে ছিলাম। ক্রান্তি এই খোঁজের ফসল। অসাধারণ বোলিং করেছে। তাই ম্যাচের সেরার পুরস্কার ওর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। হরমনপ্রীত আরও বলেছেন, এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। বিশেষ করে, এটা বিশ্বকাপের বছর। তার আগে ইংল্যান্ড সফরের পারফরম্যান্স দেখে মনে হচ্ছে, আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি।

বিদায়ী ম্যাচে জয় অধরা রাসেলের

কিংস্টন, ২৩ জুলাই : চেয়েছিলেন জয় দিয়ে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ইতি টানতে। কিন্তু বিধি বাম! দেশের জার্সিতে বিদায়ী ম্যাচে জয় অধরাই রইল আন্দ্রে রাসেলের। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস খেললেও, অস্ট্রেলিয়ার কাছে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচটা ৮ উইকেটে হেরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

স্মারক হাতে রাসেল।

প্রথমে ব্যাট করে, ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭২ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। রাসেল ১৫ বলে ৩৬ করে আউট হন। সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন ব্রেন্ডন কিং। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

এদিন রাসেল ব্যাট করতে নামার আগে দু'দলের ক্রিকেটাররা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেন। গোটা সাবাইনা পার্ক স্টেডিয়ামে তখন হাততালিতে ফেটে পড়ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি স্মারক তুলে দেওয়া হয় রাসেলের হাতে। ম্যাচের পর রাসেল বলেন, কিংস্টন শহরে আমার জন্ম। এখানেই শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললাম। তাই ব্যাট করতে নামার আগে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।

রাসেল আরও বলেন, ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম সাবাইনা পার্কে খেলার। সেটা সত্যি হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি গায়ে দুটো টি-২০ বিশ্বকাপ জেতা আমার কেরিয়ারের সবথেকে গর্বের মুহূর্ত। মনে হয়েছে, সরে যাওয়ার এটাই সেরা সময়। নিজের শহরে শেষ ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

24 July, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৪ জুলাই ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার পর দ্বিতীয় বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে ডব্লুটিএ ট্যুর ম্যাচে জয় ভেনাস উইলিয়ামসের

পাঁচ গোলে শুরু ইস্টবেঙ্গলের

প্রথম গোলের পর নুঙ্গাকে নিয়ে সতীর্থদের উল্লাস। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইস্টবেঙ্গল ৫ — সাউথ ইউনাইটেড ০

প্রতিবেদন : ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার যুবভারতীতে সাউথ ইউনাইটেড এফসিকে ৫-০ গোলে হারিয়েছেন অস্কার ব্রুজোর ফুটবলাররা। একগাদা সুযোগ নষ্ট না হলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত লাল-হলুদ।

এদিন শুরুতে দুই বিদেশি মহম্মদ রশিদ ও সাউল ক্রেসপোকে রেখে দল মাঠে নামিয়েছিলেন অস্কার। লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই নজর কাড়লেন প্যালেস্তাইনের রশিদ। এখনও পুরো ফিট নন। নতুন পরিবেশে মানিতে নিতে আরও সময় লাগবে। তবে মাঝমাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত দক্ষতা রয়েছে রশিদের। ম্যাচের শুরু থেকেই বিপক্ষকে চেপে ধরেছিল ইস্টবেঙ্গল। ১২ মিনিটেই প্রথম গোল। বক্সের সামান্য বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে জাল কাঁপান লালচুননুঙ্গা। ৩৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন বার্থডে বয় সাউল। পেনাল্টি আদায় করেছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। ছটফটে এডমুন্ড বারবার বিপক্ষ রক্ষণে ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন।

বিরতির পর আরও তিন গোল। ৮০ মিনিটে দুই পরিবর্ত ফুটবলার দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস ও বিপিন সিংয়ের যুগলবন্দিতে ৩-০। দিয়ামানতাকোসের চমৎকার থ্রু থেকে চলতি বলেই জোরালো শটে গোল করেন বিপিন। লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেলেন মণিপুরি উইঙ্গার। ৮৬ মিনিটে দিয়ামানকোসের নেওয়া গড়ানে ফ্রি-কিক বিপক্ষ গোলকিপারের হাত ফস্কে জালে জড়িয়ে যায়। তিন মিনিট পরেই নাওরেম মহেশ ৫-০ করেন। কর্নার থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ শটে গোল করেন তিনি।

বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের দল। এমন দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে বিচার করাটা ভুল হবে। বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষ করে, সাইড ব্যাকে উন্নতি করতে হবে অস্কারের দলকে। তবে উইংয়ে লাল-হলুদ কোচের হাতে এবছর অনেক বিকল্প। এই ম্যাচেও যতবার উইং দিয়ে আক্রমণ শানানো হয়েছে। ততবারই ঝকঝকে দেখিয়েছে লাল-হলুদ জার্সিকে। অস্কারের আরও একটা প্রাপ্তি মরশুমের প্রথম ম্যাচেই দিয়ামানতাকোসের গোল। গ্রিক স্ট্রাইকার গত মরশুমে গোল-খরায় ভুগেছিলেন। এদিনের গোলটা দর্শনীয় না হলেও, আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। আনোয়ারের সঙ্গে এদিন স্টপারে জুটি বেঁধেছিলেন নবাগত মার্তণ্ড রায়না। বিদেশীহীন প্রতিপক্ষের কারণে তেমন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি তাঁকে। তবে পরের ম্যাচে আই লিগের নামধারী এফসি কিন্তু লাল-হলুদ রক্ষণের কড়া পরীক্ষা নেবে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু, এগোলেন সাত্ত্বিকরাও

চাংঝোউ, ২৩ জুলাই : চিনা ওপেন সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন পিভি সিন্ধু। বুধবার মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে জাপানের টোমাকো মিয়াজাকিকে হারিয়েছেন ভারতীয় তারকা শাটলার। টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই মিয়াজাকির বিরুদ্ধে তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-১৫, ৮-২১, ২১-১৭ ব্যবধানে বাজিমাত করেন সিন্ধু।

চলতি বছরে পাঁচ-পাঁচটি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। ফলে এই জয় কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস জোগাবে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলারকে। প্রথম গেম সিন্ধু সহজে জিতলেও, দ্বিতীয় গেম জিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ১৮ বছর বয়সি মিয়াজাকি। নির্ণায়ক তৃতীয় গেমেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। যদিও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে গেম ও ম্যাচ পকেটে পোরেন সিন্ধু। এবার তাঁর প্রতিপক্ষ আরেক ভারতীয় উন্নতি হুডা। প্রথম রাউন্ডে উন্নতি ২১-১১, ২১-১৬ গেমে স্কটল্যান্ডের ক্রিস্টি গিলমোরকে হারিয়ে সিন্ধুর মুখোমুখি হয়েছেন। এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। এদিন সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ ছিলেন জাপানি জুটি কেনিয়া মিতসুহাশি ও হিরোকি ওকামুরা। ২১-১৩, ২১-৯ সরাসরি গেমে মাত্র ৩১ মিনিটেই ম্যাচ জিতে নেন সাত্ত্বিকও চিরাগ। তবে মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন ঋতুপর্ণা পান্ডা ও শ্বেতাপর্ণা পান্ডা। তাঁরা হংকংয়ের জুটির কাছে ১২-২১, ১৩-২১ গেমে হেরে গিয়েছেন।

হৃদয়ে মোহনবাগান, মস্তিষ্কে কাশী হাবাসের

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

ভারতীয় ফুটবলের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। আইএসএলের ইতিহাসে সফলতম কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও বিচলিত ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। কোচ হিসেবে যেখানেই যান সোনা ফলান আইএসএল জয়ী মোহনবাগানের প্রাক্তন স্প্যানিশ বস। আই লিগের টিমের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম বছরেই ইন্টার কাশীকে তুলে দিয়েছেন দেশের সেরা লিগে। আইনি জট কাটিয়ে কাশীর আই লিগ জয়ের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও হাবাসের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে আইএসএল নিয়ে সংকট।

বুধবার অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচ জেনে গেলেন এবারও তিনি ভারতের জাতীয় দলের দায়িত্ব পাচ্ছেন না। আরও একবার 'উপেক্ষিত' হয়ে ক্লাব কোচিংয়েই থাকবেন! সূত্রের খবর, হাবাসের বয়স এবং আর্থিক চাহিদাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার আগে বেশ আশাবাদীই ছিলেন। স্পেন থেকে জাগোবাংলাকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় সবুজ-মেরুনের প্রাক্তন হেডস্যার বলেছিলেন, 'দ্বিতীয়বার আমি ভারতীয় দলের কোচ হতে চেয়ে আবেদন করেছি। আমি এই পদে যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু আমার উপর ল সব কিছু নির্ভর করছে না।'

সব কিছু ঠিক থাকলে ইন্টার কাশীর দায়িত্বেই আইএসএলে ডাগ আউটে বসবেন হাবাস। কিন্তু আইএসএল নিয়ে সংকটে স্প্যানিশ কোচের কাজটা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা লুকোচ্ছেন না হাবাস। তিনি

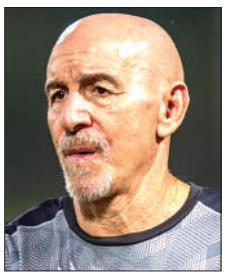

বলছেন, 'আমরা (ইন্টার কাশী) যে অন্যায় কিছু করিনি, সঠিক ছিলাম, সেটাই ক্যাসে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে আইএসএলের মানের একটা লড়াকু দল তৈরি করা খুব কঠিন। সরকারিভাবে ইন্টার কাশী এখনও আইএসএলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত জানার পর নতুন খেলোয়াড় নিতে হবে। আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ক্লাব ছেড়েছে। তবু মনে হয়, ঠিকঠাক একটা দল আমরা গড়তে পারব। দেখা যাক কী হয়!' যোগ করেন, 'ফুটবলে অনেক জায়গায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রধান খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। খেলোয়াড়, টেকনিক্যাল লোকদের মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়, সমর্থকদের স্বার্থ দেখা এবং তাঁদের সম্মান করাটাও ফুটবলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

২০১৪ থেকে ভারতে কোচিং করাচ্ছেন। এটিকে, এটিকে মোহনবাগান হয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পর্ব তাঁর কোচিং কেরিয়ারে উজ্জ্বল অধ্যায়। হাবাসের কথায়, 'মোহনবাগানের প্রতি আমার ভালবাসা সন্দেহাতীত। মোহনবাগান আমার হৃদয়ে। দুই মরশুম আগে ক্লাব থেকে আমার বিদায় সুখের ছিল না। ওইভাবে ক্লাব ছাড়তে চাইনি। সব জায়গাতেই কিছু কৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ রয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ থাকব ভাল রংগুলির জন্য।'

লড়াইয়ে তিন কোচ

নয়াদিল্লি : ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন হেড কোচ নিয়োগ করতে তিনজনের নাম শর্ট লিস্ট করেছে ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি। একমাত্র দেশীয় কোচ হিসেবে দৌড়ে খালিদ জামিল। বাকি দুই বিদেশি কোচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন। এর আগে দু'বার ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন স্টিফেন। তৃতীয়জন হলেন স্লোভাকিয়ার স্টেফান তারকোভিচ। তবে লড়াইটা মূলত স্টিফেন ও খালিদের মধ্যে। সূত্রের খবর, কিছুটা পাল্লা ভারী খালিদের। বিজয়নদের সুপারিশ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি।

তদন্তে পুলিশ

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে ম্যাচ গড়াপেটায় অভিযুক্ত মেসার্সার্স ক্লাবের দুই ফুটবলার এবং সহকারী কোচ এবং খিদিরপুর ক্লাবের এক ফুটবলারের বিরুদ্ধে তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। অভিযুক্তদের সাময়িকভাবে নির্বাসিত করা হয়েছে। এদিকে, ২৬ জুলাইয়ের ডার্বিত মহিলা দর্শকদের জন্য টিকিটে ৫০ টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

রিয়ালে ১০ নম্বর জার্সি এমবাপেকে

মাদ্রিদ, ২৩ জুলাই : আসন্ন মরশুমে (২০২৫-২৬) আইকনিক ১০ নম্বর জার্সি গায়ে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলতে দেখা যাবে কিলিয়ান এমবাপেকে। ফ্রান্সের জাতীয় দলেও ১০ নম্বর জার্সি গায়ে খেলেন এমবাপে। ক্রোয়েশিয়ার তারকা মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ ১৩ বছর পর বার্নাব্যু ছেড়ে এসি মিলানে যোগ দিয়েছেন। মদ্রিচের ১০ নম্বর জার্সির মালিক হতে চলেছেন ফরাসি তারকা স্ট্রাইকার। নতুন মরশুমে লা লিগায় রিয়ালের প্রথম ম্যাচ ২০ অগাস্ট। সেদিনই ১০ নম্বর জার্সিতে মাঠে নামবেন এমবাপে।

রিয়াল মাদ্রিদের ক্লাব ম্যানেজমেন্টের একটি সূত্র স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাকে বলেছেন, কিলিয়ানের জন্য শুরু থেকেই একটা পরিকল্পনা ছিল ক্লাবের। মাদ্রিদে ১০ নম্বর জার্সি খালি থাকলেই তার হাতে তুলে দেওয়া হবে, এই ভাবনা অনেক আগেই ছিল। কিলিয়ান অবশ্য প্রস্তুত ছিল আরও একটা মরশুম ৯ নম্বর জার্সি পরে খেলতে। যদি লুকা মদ্রিচ আরও একটা মরশুম ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিতে পারত। সেটা যেহেতু হয়নি, তাই ১০ নম্বর জার্সিতে নতুন মরশুমে কিলিয়ানের মাঠে নামা নিয়ে কোনও সংশয় থাকছে না। গত মরশুমে পিএসজি ছেড়ে মাদ্রিদে আসার পর থেকে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন এমবাপে। ২৬ বছরের ফরাসি তারকা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৪ গোল করেছেন রিয়ালের জার্সিতে। লা লিগায় অভিষেক মরশুমেই ৩১ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পিচিচি ট্রফি জিতেছেন এমবাপে। স্প্যানিশ ফুটবলে শুরুতেই প্রভাব ফেলে গোল্ডেন বুটও জিতেছেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি স্ট্রাইকার।

মাঠে ময়দানে

24 July, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডুরান্ড কাপ সেনাকে উৎসর্গ করছি : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : জমকালো উদ্বোধনে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের সূচনা হল। বুধবার ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের কিক অফ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ম্যাচ শুরুর আগে বলে দু'বার কিক মেরে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস-সহ সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৮৮ সাল থেকে ডুরান্ড কাপ হচ্ছে। বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম টুর্নামেন্ট। এবার বাংলার চারটি দল খেলছে। ভবিষ্যতে বাংলা থেকে আরও দল খেলবে। অন্য রাজ্যেরও দল খেলছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলছে সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকেই আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলার মানুষ সবসময় ফুটবল খেলাকে ভালবাসে। আমরা নিজেদের খেলা নিয়ে গর্বিত। আমি এই ডুরান্ড কাপ সেনাবাহিনীকে উৎসর্গ করছি।

২০১৯ সাল থেকে ডুরান্ড কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া দফতর। এদিন যুবভারতীতে ডুরান্ডের কিক অফ করার আগে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হওয়া দুই দল ইস্টবেঙ্গল ও সাউথ ইউনাইটেডের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে ৩০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাঠে বসেই উপভোগ করেন তিনি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ’ দিয়ে শুরু। বাংলার সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে এবার ছৌ নৃত্যশিল্পীরা পারফর্ম করেন। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গানেও নৃত্য পরিবেশিত হয়। বাংলার বাউল শিল্পীরাও ছিলেন অনুষ্ঠানে। শিখ রেজিমেন্টের ‘ভাঙরা’ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রেজিমেন্টের রবীন্দ্রনৃত্যও ছিল। সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের ‘কুকরি নাচ’ এবং সেনাবাহিনীর নিজস্ব ব্যান্ড শো-এ হয় মার্শাল আর্ট শো। শিখ, অসম এবং মারাঠা রেজিমেন্টের সদস্যরাও পারফর্ম করেন। টুর্নামেন্ট কিক অফের সময় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারবাহিনীর পাইলটরা যুবভারতীর উপর 'এয়ার শো' করেন। পুষ্পবৃষ্টি হয়।

১. মাঠে প্রবেশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী
২. মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক উপহার সেনাবাহিনীর
৩. ট্রফির সামনে মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী ও সেনাকর্তারা
৪. কিক-অফের আগে দু'দলের ফুটবলারদের সঙ্গে
৫. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে মুখ্যমন্ত্রী
৬. সাউথ ইউনাইটেড ফুটবলারদের সঙ্গে
৭. ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী
৮. উদ্বোধনে রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন